খড়ির গন্ডী

কিন্নর রায়

তুই খুব যে মিটিং টিটিং করে ডিকলোয়ার করলি --- সিগারেট ছেড়ে দিলাম, কি হলো তার?
দু কান কাটা--- বুঝলি না। দু কান কাটা যাকে বলে, না খেয়ে পারি না।
পাশাপাশি বসে ভাত খাওয়া কতদিন পরে। তা হবে, আড়াই তিন বছর তো বটেই। সেই শেষবার কলকাতায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের পার্টিতে। তারপর তো ও বিদেশেই ছিল অনেক দিন। আমেরিকায় গোটা চারেক মিউজিক কলেজ করেছে। কানাডায় দুটো। ইংল্যাণ্ডে গোটা তিনেক। অনেক ছাত্র ওর। ডেকরেটর থেকে ভাড়া করে আনানো কাঠের টেবিল, ভাঁজ করা যায় এমন পলকা চেয়ার, তার ওপর পাশাপাশি বসে দুপুরের খাবার খেতে খেতে অপূর্ব কুমার মিত্রর মনে হলো অন াদি শেখর সান্যালের সেই চওড়া ঘাড় আর ততটা চওড়া নেই। কেমন যেন রোগা হয়ে গেছে। একটু যেন স মতো।
প্রখ্যাত সরোদিয়া অনাদি শেখর সান্যালের শেখরটুকু কবেই যেন ঝরা পালক হয়ে বিদায় নিয়েছে নামের গা থেকে। যেমন অপূর্বকুমারের কুমার। বিজ্ঞাপনে, অনুষ্ঠান রিভিউয়ে কেউ আর অপূর্বকুমার মিত্র, অনাদিশেখর সান্যাল লেখে না। তার বদলে অপূর্ব আর অনাদি।
প্রায় দুটো বাজল দুপুরের ভাত খেতে খেতে। ডেকরেটারের দোকান থেকে ভাড়া করে আনানো টেবিলের ওপর ডবলশ ালপাতায় ধোঁয়া ওড়ানো ভাত। তার সঙ্গে গরম গরম মসুর ডাল, পেঁয়াজ আর রাধুনি ফোড় ন দিয়ে। ওহো, চমৎকার। এই ডাল ভাত দিয়েই তো অনেকটা ভাত খেয়ে নেয়া যায়। কিন্তু অনেকদিন ষাট পেরিয়ে আসা --- প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই অপূর্বর মনে হলো অনেক বছরই হয়ে গেল ভাতের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়েছে। যদিও সুগার ইত্যাদি ঝামেলা কিছুই নেই। কিন্তু অপূর্বর অসুবিধে একটাই। চট করে যা খায় লেগে যায় গায়ে। একদম ওর মামাসিদের মতো। তাঁরা সবাই মে াটা মোটা ছিলেন। ছেলেবেলায় ---মানে ছেলেবেলায় তো বটেই, এমনকি আঠারো কু ড়ি বছর অব্দি অপূর্ব কুমার মিত্র দিব্যি হাড় হাড় একহারা চেহারা। রীতিমতো কৃশকায়ই বলা যায় তাকে। মা অনেকরকম ছড়া, ছিকুলি জানতেন। বলতেও পারতেন কথায় কথায়। কি রকম মনে থাকত তাঁর এসব লাইন। তারই একটা এখনও মনে আছে অপূর্বর। তার কাকলাশ-সদৃশ চেহারা দেখে মা প্রায়ই বলতেন---
খায় দায় হাড়ে চোষে
বাড় নাই মোর কর্মের দোষে।
সেই রোগা রোগা পাতলা পাতলা অপূর্বই কেমন ওজনদার হয়ে উঠল দিন যেতে যেতে। একি ঐ আশর্চ্যজিনের খেলা? য াকে কিনা বলা হয়ে থাকে বংশগতি? নাকি জীবনে থিতু হওয়া, নাম ও অর্থের বাহারি চৌদোলা মানুষকে ওজনদার করে তোলে!
মোটা অনাদিও হয়েছে। কিন্তু আজ এই মধ্য চৈত্রের বেলা দুটোর পর ভাতে বসে তার একটু শুকিয়ে যাওয়া রোগা ঘাড় দেখে মন কেমন করে উঠল অপূর্বর। এই মন কেমন করাই কি টান - ভালবাসা? বন্ধুত্ব?
এঁচোড়ের ডালনায় কাই দিয়ে মোটা মোটা থ্যাবড়া আঙুলে ভাত মাখছে অনাদি। ভাত মাখার আগে গোটাদুই কাঁচালঙ্কা চেয়ে নিল। ভাতের সঙ্গে ডলে খাবে। কাটা পাতিলেবুর টুকরো টিপে তার রস এঁচোড়মাখা ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে নিল।

অনাদি। তারপর কাঁচালঙ্কায় একটা বড় কামড় দিয়ে ভাতের গরাস মুখে তুলতে লাগল।
কই, আমেরিকায় থাকুক আর কানাডাতেই যাক, খাওয়া - দাওয়ার ব্যাপারটা তো একই রকম রেখেছে। তাতে তো তেমন কোনো অদল - বদল নেই। এখনও সব সাপটে খায়। তবে দাঁতগুলো সব বাঁধিয়েছে মনে হচ্ছে। বছর আড়াই আ াগে তার নিচের তলায় দাঁত কষের দাঁত প্রায় ছিলই না। তবু এরই মধ্যে দিব্যি খাওয়া-দাওয়া, পান চালিয়ে যেতে অনা দির কোনো অসুবিধে দেখেনি অপূর্ব।
খালি কথায় কথায় বলেছিল একবার। সব দাঁতই প্রায় পড়ে গেছেরে। কষের দাঁতগুলো তোলাতে হয়েছে।এত যন্ত্রণা। কি ব্যথা রে বাবা! কথায় বলে দন্তশূল।কি জিনিস তা টের পেলাম এতদিনে। নিচের পাটির কয়েকটা আলগা হতে হতে এমনিই পড়ে গেল। নেহাৎ ভারি গাল--- তাই সেভাবে বোঝা না। এই একটা সুবিধে। আর হবে নাই বা কেন! দিনের পর দিন রাতের হুইস্কি খেয়ে মুখ না ধুয়ে শুয়েছি। তার সঙ্গে বহুবিধ খাদ্য। তোর সেই পচা মোষের মাংস খাওয়ার কথা মনে অ াছে! খালাসিটোলা থেকে বেরিয়ে খানিকটা এসে কাবাব খেতাম। বারো আনা করে। সেটাতো আর্লি সিকসটিজ।
বারো আনা করে নয়, বারো আনায় দুটো। এক একটা দু আনা --- মানে সাঁইত্রিশ নয়া পয়সা। দুটো পঁচাত্তর নয়া পয়স া।
হ্যাঁ তাই হবে। তখন বারো আনার দাম অনেক। এক, দেড় কিলো চাল হয়ে যায়।
তো অনেকটা লেবু মারা সেই টকসা কাবাব একদিন আবিস্কার করা গেল সুতো দিয়ে গাঁথা। মাংসটা পচে গিয়ে আলগা হয়ে গেছে খানিকটা। তাই তাকে সুতো দিয়ে বেঁধে ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা। ব্যাপারটা জেনে বুঝে উঠতে উঠতে বছর খ ানেকের বেশি লেগে গেল। বলেই অনাদি খুব আলতো করে মুখ নিচু করল।
এখন আর আগের মতো হোঃ হোঃ করে হাসে না। হাসতে পারে না হয়ত। কিংবা হাসাতে চায় না। তার ওপর দাঁতেদের না থাকা, খোলা হাসির ক্ষেত্রে সেও তো এক সমস্যা বিশেষই। এসবও তো হয়ত বা ভাবতে হয় অনাদিকে। কিন্তু অনেক আগে, আজ থেকে বছর তিরিশ কি পঁয়ত্রিশ বছৰ আগে যখন একেবারেই সেলিব্রিটি নয় অনাদি,, তখন চার - পাঁচ পেগ খাওয়া পর কি অসাধারণ তার রবীন্দ্রসঙ্গীত। গলায় বসানো পুরনো তালমিছরির দানা ঝরে ঝরে পড়ছে গানের সঙ্গে। অ ার কখনও কখনও আর একটু বেশি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ঘুরে ঘুরে তার নাচ, সেও তো এক ইনটারেস্টিং আইটেম ছিল আমাদের আড্ডায়। অপূর্বর মনে পড়ল। তা এসবও তো হয়ে গেল আজ কত দিন। ভরাট গলায় গাইছে অনাদি, ন াহ্, রবীন্দ্রসঙ্গীত নয় একটু ফোক টানে---এখনও কানে বাজে অপূর্বকুমারের।
পান দিলম্ বিড়ি দিলম্ দিয়শালই কই
হারে হারে লাটের ব্যাটা হাওয়া গাড়ি কই
হাওয়া গাড়ি টান টান বাবুর বাগানে
আর বাবুর বেটির বিয়ে হচ্ছে পাক্কা দালানে
ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। একই সুর। মাঝে মাঝে পুড়কি। না দেখলে কে বিশ্বাস করবে এমন নামকরা সরোদ বাজিয়ে এভ াবে ঘুরে ফিরে গান গেয়ে গেয়ে নাচতে পারে।
পান দিলম্ বিড়ি দিলম্ দিয়াশালই কই.....
অনাদির ভরাট গলা আবারও শুনতে পেল অপূর্ব। আর তখনই বালতি আর হাতা নিয়ে দাঁড়ানো ছেলেটি টেবিলে সাম ান্য ঝুঁকে জানতে চাইল, আপনাকে মাছের ঝোল দেব?
কাটা ই মাছের টুকরো আগেই পড়ে গেছে পাতে। অন্ধ্রের এই ই - কাতলা দেখলেই কেমন যেন আজকাল রাগ হয় অপূর্বর। খিদে উড়ে যায়। তাই কোনো অনুষ্ঠানে খাবার ব্যাপার থাকলে একদম নির্দিষ্ট করে বলে দেয় অপূর্ব--- দেখো ভ াই, অন্ধ্রের ই - কাতলা ক'রনা কিন্তু। ও খাওয়া যায় না।
এই আসরে উদ্যোক্তারা অবশ্য বলেই দিয়েছিল লোকাল পুকুরের মাছ। একদম ফ্রেশ। কোনোটাই দেড়কিলো, এককেজি সাড়ে সাতশোর বেশি নয়। খুব মিষ্টি। টেস্টফুল।
শালপাতার পাতে মাছের ফিস পড়ল। বড় দেখে দুটো অনাদির পাতা। যে ছেলেটি স্টিলের থালায় সাজানো মাছের টুকরো পর পর নামিয়ে দিচ্ছে পাতে পারে সে একটা দেবার পর কেন জানি না বলে উঠল, আপনাকে আর এক পিস দি-

ই অপূর্বদা?
মাছের থালার পেছন পেছনই ঝোলের বালতি আসছে। তার রঙ টকটকে লাল হবে, খানিকটা যেন তেল ভাসা জানে অপূর্ব, অনাদি ঝোল নিল না। বলল, বেছে একটা বড় আলু দাও তো ভাই।
তাহলে আলু খায় এখনও অনাদি। আগে তো খুব পছন্দ করত খাসির মাংসের আলু। আগে মানে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে প্রায়, আমাদের প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতে অ্যালুমিনিয়ামের তিজেল - হাঁড়িতে খাসির মাংস চাপিয়েছেন মা। কয়লার আঁচে ফুটে উঠছে মাংস। মুখ বন্ধ হাঁড়ির মাথায় জল। সেই হালকা হালকা ফুটতে থাকা জলের ভেতর বড় বড় আলু। খোসা ছাড়ানো।
খাসির তেল -- মানে চর্বির বড়াও তখন খুব পছন্দ করত অনাদি। দোকানে আড়াই টাকা কিলো খাসির মাংস কিনলে ফ্রি দেয় মেটে। চর্বিও। আবার মাংসের দোকানে আলাদা করে চার আনা ছ আনার চর্বি চাইলেও দিয়ে দেয় অনেকখানি।
কিন্তু মাছের ব্যাপারটা---ভাবতে ভাবতে অস্বস্তির একটা কাঁটা কেমন যেন খচখচ করে উঠল অপূর্বর গভীরে। ভালো দেখে, বেছে বেছে পেটির দুটো সলিড পিস নামিয়ে দিল অনাদির পাতে। আর আমার বেলায় একটা দিয়ে, আর একটা দেব কিনা? এটাও কি স্টার ভ্যালু, গ্ল্যামার অনুযায়ী গুত্ব দেয়া না দেয়া? ভাবতে গিয়ে ভেতরটা কেমন যেন দূরকুটে গিয়ে তেতো হয়ে উঠতে চাইল অপূর্বর। এখানেও তাহলে বেশি বেশি সাহেব - মেম শিষ্য, কানাডা, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডে অনেকগুলো স্কুল, বাজারে অনেক বেশি ক্যাসেট---সবটা---সব মিলিয়ে মাছের পেটিও কে কটা পাবে ঠিক হয়?
খুব মন দিয়ে আলু খাচ্ছে অনাদি। তার পাতের ধারে এখনও একটি টুবটুবে তরতাজা সবুজ কাঁচালঙ্কা। বেশ স্বাস্থ্যবান। তার মানে দুটো লঙ্কার একটা খেয়েছে।
পেছন থেকে আবারও অনাদির খানিকটা লালচে হয়ে আসা চুল, ঘাড়ের কাছে থোপা হয়ে থাকা সেই চুলের বাহার মতো দেখতে দেখতে কেমন জানি না অপূর্বর মনে হলো ভালো করে আঁচড়ানো হয় নি পেছর দিকটা। নাদি বরাবরই এরকমই। কতবার যে নিজের পকেট থেকে চিনি বার করে আচঁড়ে দিয়েছি তার মাথা, ঘাড়ের ওপর লেগে থাকা চুলের ভার--- সেতো হয়ে গেল তিরিশ বছর আগে।
এই তো মাস দুই আগে কলকাতার একটা ইংরেজি কাগজে ইনটারভিউ দিতে গিয়ে বলেছে অনাদি, চট করে মনে পড়ে গেল অপূর্বর--- যৌন ক্ষমতা, তীব্র যৌন আকাঙ্খা না থাকলে বাজানো হয় না। নব নব রাগ, সুরের ভেতর দিয়ে যাওয়া হয় না।
কথাটা কতদূর সত্যি এখনও অনাদি বা আমার জীবনে? সত্যিই কি সেক্সসুয়াল পোটেনশিয়ালিটির ওপর নির্ভর করে নতুন নতুন রাগ আর সুরের চাকলা?
চাটনি দিয়ে যাই অনাদিদা?
কিসের চাটনি?
টোমাটোর।
দাও।
এখানেই দেব?
দাও।
হ্যাঁ, হ্যাঁ দিয়ে যাও। বারে বারে আসবে কেন?
অপূর্বদা আপনাকে?
হ্যাঁ, দিয়ে যেতে পারে। বলে অপূর্ব চারপাশটা মন দিয়ে দেখে নিল। ডেকরেটার থেকে ভাড়া করা চেয়ার - টেবিল এনে তাতে বসে খাওয়া - দাওয়া। রান্নাও ঠাকুর এনে। মাথার ওপর ত্রিপল আছে। সুসীমমুকুল ফোনে বলেছিল, এখানে এলে আপনি অবাক হয় যাবেন। বর্ধমান স্টেশন থেকে তের- চৌদ্দ কিলোমিটার বড়জোর। জায়গাটা আমাদের এক বন্ধু সজল সিংহরায় নিয়েছে। এখনও ঠিক করেনি ঐ অতবড় জায়গা--- মানে কয়েক বিঘার ওপর কীকরবে। একটা রিসর্ট ধরনের কিছু করার কথা ভাবছে। সঙ্গে ডেয়ারি, পোলট্রি--- এসবের পরিকল্পনা রয়ে গেছে।
সুসীমমুকুল সব ব্যাপারেই অসম্ভব উৎসাহী। 'আলো হাওয়া' নামে একটি কাজ করে, বর্ধমান থেকেই। নিজে ব্যাঙ্কের বড় চ

াকুরে। আসলে অনাদির সঙ্গে ওদের খুব যোগাযোগ ---সেটা এখানে এসে টের পেলাম, অপূর্ব নিজেকে ভেতরে ভেতরে গুছিয়ে নিতে নিতে এসব ভাবে। ঐ দিন সারা রাত আমরা এখানে থাকব দাদা। গান - বাজনা হবে। অনাদিদা বাজাবেন, আর যদি আপনি বাজান----

অনাদি বলেছে বাজাবে?

হ্যাঁ, বলেছেন তো।

সুসীমমুকুলের এই কথা শুনতে শুনতে নিজের ভেতর একটা চ্যালেঞ্জের লড়াই খ্যাপা ব্যাপার কেমন যেনতৈরি হয়ে গেল ভেতরে। এটা তো বরাবরই হয়। একজন খুবই ট্যালেনটেড সরোদ বাজিয়ে নিজেকে নষ্ট করল পপুলার হতে গিয়ে। ফিলমের মিউজিক করা, নানা রকম টুকরো ধুন বাজানো। ফাংশন করে হাততালি পাওয়াই তারপ্রধান লক্ষ্য---এটাই এখন মনে হয় অপূর্বর। এসব নিয়ে প্রথম প্রথম-- মানে আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে, যখন দুজনেরই বয়েস কম, তখন অনেক তর্ক-বিতর্ক, খানিকটা চাপা - টেনশন, মান - অভিমান-- কত কি হয়েছে। অন্নপূর্ণাদেবীর ঘরণায় বাজিয়ে অ াসা আমরা দুজন সরোদিয়া। কিন্তু মুশকিল হলো--- একজনের প্রচুর নাম, ক্যাসেটের পর ক্যাসেট, সিডি, গোলডেন ডিসক, দেশ - বিদেশে বহু শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগী, ফ্যান, ফ্যানক্লাব, সিডি, গোলডেন ডিসক, দেশ-বিদেশে বহু শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগী, ফ্যান, ফ্যানক্লাব। দেশে - বিদেশে বার বার বাজানোর অনুষ্ঠান।বিশেষ করে বিদেশে। বিদেশের নানা জায়গায় মিউজিক স্কুল তৈরি করা। তার সঙ্গে মিডিয়া হাইপ। ক্রমাগত মিডিয়ার আলো পড়েছে অনাদিশেখর স্কুল তৈরি করা। তার সঙ্গে মিডিয়া হাইপ। ক্রমাগত মিডিয়ার আলো পড়েছে অনাদিশেখর সান্যালের ওপর। আজও তো দেড়টা বেজে যাচ্ছে যখন, তখনও অনাদি এসে পৌঁছচ্ছে না দেখে সুসীমমুকুল সমেত 'আলো হাওয়া'র সকলেরই কি টেনশন, কি টেনশন। উনি তো আসবেন বললেন, গাড়ি নিয়ে। কথার তো নড়চড় হয় না অনাদিদার। তাহলে---এরকম নানা কথার টুকরো হ াওয়ায় ভাসিয়ে দিতে দিতে সজল, সুসীমমুকুল বারে বারে ঘড়ি দেখছে---ছবিটা মনে পড়ে গেল অপূর্বর। অথচ আমি এলাম দশটার ঝিভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে। হাওড়া থেকে ছাড়ে সকাল দশটায়। বর্ধমানের ভাড়া ছত্রিশ টাকা। সঙ্গে যন্ত্র। অন্য হ্যান্ডসরা। স্টেশনে অবশ্য সুসীমকুকুল নিজে ছিল গাড়ি নিয়ে। অপূর্বকে স্টেশনের বাইরে দেখেই বলে উঠল আপনি এসে গেছেন। চলুন তাহলে। খড়ির গণ্ডী নাম আমাদের এই জায়গাটার।

কেন, খড়ির খণ্ডী কেন?

নরম সিটে নিজেকে বসিয়ে দিতে দিতে জানতে চাইল অপূর্ব।

আসলে পাশেই তো খড়ি নদী---

নদীটা কেমন?

খুব চওড়া নয়। তবে মাঝে মাঝেই খাত বদলে ফেলে। বন্যাও হয় জল উপচে।

জায়গাটা তো বর্ধমান জেলার মধ্যেই?

হ্যাঁ দাদা, সেতো আপনাকে ফোনেই বলেছি। কাছেই অবশ্য বীরভূম জেলা। মানে গুশকরা। আর একটু গেলেই শা ন্তিনিকেতন।

আশপাশে--- মানে যেখানে যাচ্ছি আর কি, সেখানে জঙ্গল আছে বলছিলে। ন্যাচারাল ফরেষ্ট?

না, না অপূর্বদা। সুসীমমুকুলের গলায় এক ধরনের হড়বড়ে ভাব ফুটে উঠল একটু বলার সঙ্গে সঙ্গে। আর তখনই তার বুক পকেটে রাখা মোবাইল বেজে উঠল নিজের সুরে--- টি রি রিং রিং...টি রি রিং রিং---

হ্যারে ভাই। পৌঁছে গেছেন। হ্যাঁ - হ্যাঁ--- অপূর্বদা, তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডসরা সবাই এসে গিয়েছেন। আমরা এখনই রওনা দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওখানে গিয়ে জলখাবার খাবেন।

মাথার ওপর মার্চের রোদালো আকাশ। বর্ধমান স্টেশনের সামনে নিজের মতো জেগে ওঠা 'স্যানট্রো'র দিকে তাকিয়ে নিয়ে মোবাইলের সুইচ অফ করে বুক পকেটের ভেতর রাখতে রাখতে সুসীমমুকুল বলল, ওহ্, কালকেযা ঝড়-বৃষ্টি গেছে। ভাবলাম প্রোগ্রাম না ক্যানসেল করতে হয়। এদিকে বীরভূম, নদীয়া, পুলিয়া, কাটোয়া---সে অবশ্য আমাদেরই জেলায়-- এসব নানা জায়গা থেকে কবি, লেখক, গাইয়ে - বাজিয়েরা এসে গেছেন, কাল থেকেই।

তার মানে এলাহি ব্যাপার?

তা একটু আছে অপূর্বদা।
আপনাকে আর চাটনি দেব?
দাও, আর একটু। বলতে বলতে আড়চোখে অনাদির দিকে দেখল অপূর্ব।
এরপর কিন্তু দই আছে। পরিবেশন করা ছেলেটি বলে উঠল।
কি দই? টক না মিষ্টি?
টক দই অনাদিদা।
তাহলে দুটি ভাতও দাও। সঙ্গে সামান্য চিনি। অল্পই দেবে কিন্তু, দই দিয়ে ভাত মেখে খাব। চাটনি লাগা আঙুল চাটতে চ াটতে বলল অনাদি।
সুসীমমুকুলই স্যানট্রো চালাচ্ছিল খড়ির গণ্ডীতে পৌঁছনোর জন্যে। ঠিক এগারোটা কুড়িতে বর্ধমানে ঢুকল। একটুও লেট করেনি। গাড়ি চালাতে চালাতে সুসীম মুকুল হঠাৎই বলে উঠল, জঙ্গল আর নদী পাশাপাশি। দেখে আপনার বেশ ভালো লাগবে অপূর্বদা।
জঙ্গলের কথা আগেও বলছিলে, এ কি ন্যাচারাল ফরেষ্ট? প্লাটা রিপিট করল অপূর্ব।
না, না---ন্যাচারাল নয়। সবই বন সৃজনের গাছ। সুবাবুল, কৃষ্ণচূড়া, ইউক্যালিপটাস---
অ---আমি ভাবলাম---
তবে জঙ্গলের ভেতরে পাখি আছে অনেক রকম। আর রয়েছে শেয়াল, সাপ, নেকড়ে।
বলো কি , নেকড়ে?
হ্যাঁ দাদা --- নেকড়ে।
ঘন্টা খানেকও লাগে না খড়ির গণ্ডী পৌঁছতে। অপূর্বর ভেতর পর পর ছবি ভেসে উঠল। পথে খড়ি ব্রিজ পেরতে হয়। ত ারপর মোরাম ঢালা কাঁচা মাটির রাস্তা। বাঁ দিকে নদীর শুকনো বুক। ডান হাতে কিন্তু গাছ - গাছালি।সে এক অদ্ভুত ছায় াচ্ছন্ন পরিবেশ।
তোর মনে আছে তুলসি লাহিড়ীর গানের কথা? দইয়ে ভাত মাখতে মাখতে জানতে চাইল অপূর্ব।
হ্যাঁ রে বাবা, তুলসি লাহিড়ীর গান আবার মনে থাকবে না! অত্ত বড় অভিনেতা, আবার এদিকে গানও লিখেছেন। সুর দিয়েছেন। গেয়েছেন। 'পরশপাথর' ---না, না--- সেটা তো আর এক তুলসি মানে তুলসি চক্রবর্তী--- তোএই তুলসি--- ম ানে তুলসি লাহিড়ীর গান কি যে অসাধারণ--
তোর ঐ গানটা মনে আছে, দই-ভাত আঙুল ডোবাতে ডোবাতে জানতে চাইল অপূর্ব।
কোন গানটা?
ঐ যে ---আজি নিঝুমরাতে কে বাঁশি বাজায়...।
হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওতো বিখ্যাত গান। একটা সময় ছিল যখন তুলসি লাহিড়ী মশাইয়ের গান অনেক সময়ই কাজী নজল ইসলাম, অজয় ভট্টাচার্য, এসব বলে ভেবেছেন কেউ কেউ।
তখনকার দিনে ওরকম হতো। এ নিয়ে কাজী সাহেবকেও কম হ্যাপা পোয়াতে হয়নি।
দইমাখা হাত চাটতে চাটতে অনাদি বলল, খাবার জল দিও তো ভাই।
দুই ভাত খেয়েই জল খাস?
তাই তো খাই বারবার। কেন?
যন্টা দুই পরে খেলে হজমের সুবিধে হয়।
এখন অব্দি তো কোনো গোলমাল হয়নি। বলেই হালকা করে বাঁধানো দাঁতে হাসল অনাদি। তারপর জল নিয়ে আসা ছেলেটিকে বলল, মিনারেল ওয়াটার তো?
হ্যাঁ স্যার।
অপূর্ব লক্ষ্য করল 'স্যার' ---এই ডাকটা বেশ মন দিয়ে শুনেও আবার বলতে না বলার জন্যে বলে উঠল না অনাদি। অথচ পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে 'স্যার' ---এই শব্দটা শুনলে বেশ রেগেই যেত।

প্লাস্টিকের গ্লাসে জল ঢালা ছেলেটিকে আবারও জিজ্ঞেস করল অনাদি, কি ভাই, মিনারেল ওয়াটার তো?
হ্যাঁ স্যার।
আপনাকে দেব, জল?
না ভাই। খানিকক্ষণ পরে খাব। বলেই ভাতের পাত থেকে উঠে পড়ল অপূর্ব।
হাত ধোয়া এদিকে স্যার। জল ভর্তি প্ল্যাস্টিকের রঙিন জগ নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে। তার পাশে আর একজন। তার হাতে সবে খাপ খোলা সাবান আর পরিষ্কার করে কাচা তোয়ালে।
খেয়ে দেয়ে একটু নদীর ধারে যাবেন নাকি?
অপূর্ব ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সুসীমমুকুল এসে দাঁড়িয়েছে।
না ভাই, একটু শোব। কলকাতা থেকে টানা গাড়িতে এসেছি। একটু গড়িয়ে নিলে ভালো লাগবে। জাস্ট আ ব্রেক। বলেই দুহাতের পাতা থেকে কচলে কচলে রান্নার তেল-হলুদ তুলতে চাইল অনাদি।
অপূর্বদা আপনি?
একটু শুই, নাকি!
সে আপনাদের যা ইচ্ছে।
আচ্ছা, ধনঞ্জয় আর মোহন খেয়েছে? হঠাৎই জানতে চাই অনাদি।
আপনার সঙ্গে এসেছে তো?
গাড়ির ড্রাইভার আর সঙ্গের লোকটি?
কোথায় বসে খেল ওরা?
একটু ও পাশে অনাদিদা।
ঠিক আছে।
হাত মুখ ধুয়ে কাজ করা পুরো হাত পাঞ্জাবির পাশ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল অনাদি। খাবি নাকি? অপূর্বর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।
না, না ---ও ছেড়েছি বহু বছর। এখন আর ইচ্ছেও করে না।
খুব বড় কাজ করেছিস।
কিন্তু তুই যে এত লোকজন ডেকে সিগারেট ছেড়ে দিলি। ছবি বেরল খবরের কাগজে। খুব হইচই হলো। কই, সেই কথা রাখলি কই!
মাঝে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু স্ট্রিকট হয়ে একদম খাবো না এই রেস্ট্রিকশান রাখা গেল না। বললাম না ---দু কান কাটা।
দু কান কাটা --শব্দটা অপূর্বর কানে খচ্ করে বিঁধে গেল। এই 'দু কান কাটা' কথাটা আগেও একবার কি বলেছে অনাদি? আজকেই? কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিন্তু যদি বলেও বা --- কখন বলল? ভাবতে ভাবতে অনাদির দিকে তাকিয়ে দেখল অপূর্ব--- সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারপাশটা আস্তে আস্তে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।
সিগারেটে একটা বড়সড় টান দিয়ে অনাদি বলল, আমি এবার শুতে চললাম রে। আর পারছি না।
কি যাবেন নাকি খড়ির ধারে?
তোমরা খেয়ে নাও সুসীম। তারপর দেখা যাবে--- নদীর কাছাকাছি যাওয়ার ব্যাপারটা।
খাওয়া ঠিক হয়ে যাবে অপূর্বদা। বলেই নিজের বুক পকেটে টি রি রিং রিং টি রি রিং রিং শব্দে বেজে ওঠা মোবাইলটা ধরল সুসীমমুকুল। হ্যাঁ সব রেডি। অনাদিদা চলে এসেছেন। হ্যাঁ, চলে আয় ওকে---
বেলা হয়ে গেল সুসীম অনেক, প্রায় দুটো বাজে।
খাচ্ছি। এই তো খেয়ে নেব আমরা। আপনারা খেয়ে শুয়ে পড়লে আমাদের শান্তি। বিকেলে আবার অনুষ্ঠান আছে। সারা রাত চলবে।
দু কান কাটা-কথাটা কি আদপেই বলেছে অনাদি, একবারে শুতে? যখন কিনা তার নতুন করে সিগারেট ধরা নিয়ে কথা বলেছে অপূর্ব। কিন্তু এখন তো এমনই মনে হচ্ছে অপূর্বর --আদৌ কি এই প্রসঙ্গ উঠেছিল সজল সিংহরায়ের সবুজ ঘেরা

নিভৃতে এসে। অনাদি অবশ্য তার শাদা মাতিতে এসে পৌঁছল প্রায় সোয়া একটা নাগাদ। পরিষ্কার মনে আছে অপূর্বর। ক
ারণ তখনই ঘড়ি দেখেছে। তারপর পাশাপাশি লাল প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে চা খেতে খেত টুকটাক কথাবার্তা। অনাদি অ
ার টিফিন খেতে রাজি হলো না। বরং একবারই জিজ্ঞেস করেছিল সে---কি আছে তোমাদের টিফিনে?
কলা, ডিমসেদ্দ, পাউটি।
যে ছেলেটি আগবাড়িয়ে এসে উত্তর দিল তার দিকে তাকিয়েই যেন বলে উঠল অনাদি, ভাত হচ্ছে তো। গরম গরম ভাত
খেয়ে নেব। এখন আর টিফিন লাগবে না। চা খেয়ে সিগারেট ধরাল অনাদি। তখনই, তখনই কি দু কান কাটা--- তাই সিগ
ারেট ছেড়েও আবার ধরলাম, এরকম ধরনের কোনো কিছু বলল অনাদি?
মনের ভেতর কেমন একটা অস্বস্তির চোরকাঁটা বিঁধে রইল অপূর্বর। এমন কি তুলসি লাহিড়ীর গানের কথা বলতে গিয়ে ত
ার ছেলে হাবু লাহিড়ীর কথা কেন যে উঠল না তা মনে করতে পারল না অপূর্ব। নাকি উঠল? হাবুদার মোহনবাগানে
খেলা, নাটকে অভিনয়, রান্না করা, বাজার করা --- সব মিলিয়ে একটা গ্রেট ব্যাপার। তার সঙ্গে ক্লাসিকাল গান তো অ
াছেই। সে হাবুদাকে যারা না দেখেছে বোঝাতে পারবে না। একটু বড় ঘেরের শাদা পায়জামার ওপর হ্যাণ্ডলুমের ফুলহাত
া রঙিন পাঞ্জাবি। খালি পা। রোগাটে চেহারার মানুষটা একটু যেন সামনে ঝুঁকে হাঁটেন।তাঁর সঙ্গে আমার আর অনাদির
আড্ডা --- কত সময়ে। কিন্তু আজকে তুলসি লাহিড়ীর গানের কথা বলতে গিয়ে কেন এল না হাবু লাহিড়ীর কথা? নাকি
এল! সব কেমন গোলমাল পাকাচ্ছে অপূর্বর সামনে। আর 'দু কান কাটা' ---নিজের সম্বন্ধে একথা সত্যি সত্যি বলেছে
কিনা অনাদি তা নিয়েও কেমন যেন একটা কাটাকুটি চলছে ভেতরে ভেতরে। হাবু লাহিড়ী মারা গেছেন বেশ কিছুদিন হলে
া। বড্ড অভাবে থাকতেন। আয়-পত্র তো কিছু ছিল না।
পরশু দোল। আজ আকাশে বড় করে চাঁদ উঠে এলে দেখতে পাবেন চারপাশটা কেমন একদম বদলে গেছে।
সুসীমমুকুলের কথায় নিজের ভেতর খানিকটা ঠিকঠাক হয়ে যেন ফিরে এল অপূর্ব। হাবু লাহিড়ীর মৃত্যুর কথা তার ভেতর
বড় একটা শুঁয়োপোকা হয়ে সারা গায়ের ধোঁয়া খাড়া করে হেঁটে যাচ্ছে।
ও পরশু দোল, তাই না । খানিকটা আনমনা হয়েই যেন বলল অপূর্ব। কি আশ্চর্য হাবু লাহিড়ীর কথাটা কি আদৌ তুলল
ামই না অনাদির কাছে। মনের ভেতর ভাবনার যাঁতা চালাচ্ছে অপূর্ব। কিছুতেই তল পাওয়া যাচ্ছে না।
দোলের দিন তো শান্তিনিকেতনে থাকবেন অনাদিদা। আজই বেরিয়ে যাবেন রাতে। ওখানে ওঁর বাজনা আছে। ওখানকার
প্রোগ্রাম শেষ করে কলকাতায় ফিরবেন। বৌদিও চলে যাবেন আজ রাতে। এখান থেকে গাড়ি নিয়ে অনাদিদা।
যার হয়, তার সবই কেমন গুছিয়ে হয়। এদিক - ওদিক নানা দিক করে অনাদি পরিবারের ঠাটবাট বজায় রেখেছে। কেমন
ট্রেনে করে আজ রাতে বোলপুর পৌঁছে যাবে মীরা। সেখানে ওরা রাতে থাকবে। আর আমি চিত্রলেখার সঙ্গে সেপারেশ
ানের পর যে জাপানি নারীর সঙ্গে রইলাম বছর দশেক, সেই সম্পর্কেরও ভাঙনের শব্দ শুনতে শুনতে নিজেকে আলাদা
করে নিয়েছি বছর পাঁচেক। এখন একা। সম্পূর্ণ একা।
শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় খড়ি নদীকে দেখবেন একবার। একদম অন্যরকম লাগবে। তোমরা দেখেছ নদীকে, রাতে ? জ্যোৎস্ন
ায়?
দেখেছি। অপূর্বতা?
কেমন লাগে?
সে আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।
ততক্ষণে কাঁটাতারের বেড়া গলে নদীর পাড়ে সুসীমমুকুলের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব। তার চোখের সামনে
সেই খড়ি নদী। তেমন চওড়া নয়। ঘোলা জলে ভেসে যাচ্ছে বুক। জলের মাথায় সামান্য সামান্য ফেনাও আছে। হঠাৎ
দেখলে মনে হতে পারে মানুষের কাটা খাল। আসলে কাল অত ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে, তারই স্মৃতি হয়ত লেগে আছে এই সব
ফেনায়। অনাদিটা নদী দেখতে বড় ভালবাসত। সেই একবার রূপনারায়ণের চরে আমাদের দাণ আড্ডা। সেও এক চন্দ্র প
াগল রাত। কত কি কথা বলা সেখানে, সঙ্গে গানের কিছু কলি। দূরে দূরে নৌকোর পেটের ভেতর কেরোসিনের লালচে অ
ালো দেয়া হ্যারিকেন। মাথার ওপর অজস্র তারা গুঁড়ো ছড়ানো অন্ধকার আকাশ। বেশি রাতের চাঁদ উঠে এলে তখন কি
যে চন্দ্র মাতন। কিন্তু ওতো এল না খড়ি দেখতে।

রাতে আসব একবার নদীর পাড়ে।
আসবেন অপূর্বদা। কিন্তু একটা প্রবলেম। সাপ আছে না। ভেতরে জেনারেটার দেবে সজল। অনুষ্ঠানের জায়গা, খাবার জ
ায়গা আলো থাকবে। কিন্তু এদিকে তো অন্ধকার। টর্চ নিয়ে আসা যাবে না?
সে হয়ত আসা যাবে।
চলুন, এখন গিয়ে একটু শোবেন তো?
তা এখন একটু শোয়া যেতেই পারে। কটায় অনুষ্ঠান তোমাদের?
সাড়ে চারটে।
আলো হাওয়ার নতুন সংখ্যাও তো বেরবে?
হ্যাঁ, দোল সংখ্যা। বসন্ত সংখ্যাও বলতে পারেন। সেরকম রেগুলারলি তো কিছু বেরয় না।
আমি আর অনাদি কী এক ঘরে?
না,না আপনার জন্যে আলাদা রকম আছে। চৌকিতে বিছানা পাতা রয়েছে। যান একটু টান হয়ে নিন। একটু বলার ফঁ
াকেই সুসীমমুকুলের শার্টের বুক পকেটে রাখা মোবাইল বাজল। আবার গুপিযন্ত্র বলেই সুসীম মোবাইল ঠেকাল কানে।
হ্যাঁরে বাবা অনাদিবাবু চলে এসেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ বাজানো অনাদিদা। বাজাবেন। জমাট মোচ্ছব হবে। চলে আয়। চলে অ
ায়। স্টার্ট দিচ্ছিস। একে-- ওকে---
সজল সিংহরায়ের তিনটি ঘরের একটির পাল্লা বেশ আঁট পাট বন্ধ। বোঝা যায় বাইরে থেকেই। ভেতর থেকে নিশ্চয়ই
ছিটকানি বন্ধ করে দিয়েছে অনাদি। মাথার ওপর কেমন যেন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল আকাশ মেঘে। অপূর্ব দেখল তার হাত
ঘড়িতে দুটো বেজে কুড়ি মিনিট। তাহলে একটু গড়িয়েই নেয়া যাক---এমন ভাবতে ভাবতে সুসীম মুকুলের দিকে তাকিয়ে
অপূর্ব বলে উঠল, তাহলে আসছি ভাই। ঠিক তখনই সুসীম মুকুলের বুক পকেটে রাখা মোবাইল আবারও বেজে উঠল
নিজের ছন্দে।
ঘরটা বেশ বড়। মাথার ওপর অ্যাজবেস্টস। একটা ফ্যান সারা গা নাড়িয়ে একটু শব্দ তুলেই সিলিং থেকে ঝুলন্ত অবস্থায়
ঘুরে যাচ্ছে। গাড়িতে শুয়ে পড়েছে ধনঞ্জয় আর মোহন। সুসীমমুকুল যতই বলুক এখানে আজ বিকেল বা রাতের সরোদ
বাজাতে পারব না। তাছাড়া পরশু--- দোলের সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনে একক আছে। ইনস্ট্রুমেন্ট সব চলে গেছে শা
ন্তিনিকেতনে। এখান থেকে বেশি দূর তো নয়। পরশু পারফরম করব শান্তিনিকেতনে আজ এখানে বাজাব, তা হয় না। ওখ
ানে লোকে টিকিট কেটে আমার অনুষ্ঠান দেখতে আসবে। তাই আজ আর হয় না। ও যা বোঝাবার সুসীমমুকুলকে বুঝিয়ে
দেব। তা ছাড়া অপূর্ব আছে। বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীত নিয়ে যার মাথা ব্যথার শেষ নেই। মাঝে মাঝে ঠেস দিতে ছাড়ে না আম
াকেও। আরে বাবা, বিশুদ্ধ এখন আর এই পৃথিবীতে কিছু হয় নাকি? সে হতো বহু বছর আগে বিজ্ঞাপনে---বিশুদ্ধ গব্য
ঘৃত। ঘানির বিশুদ্ধ সরিষার তৈল। গোর বিশুদ্ধ দুধ। আর বাবা, গ্লোবালাইজেশান--- ঝিায়ন না ভুবনায়ন, কি যেন তাকে
বলে। দশ ঘন্টায় ইংল্যাণ্ড---বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিমান ---এসবই তো সম্ভব। অপূর্বটা সারা জীবন বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ করেই
গেল। নইলে হাত তো ভালোই ছিল। সুরের কনসেপটও দাণ। কিন্তু ঐ যে মাথার ভেতর কি এক বিশুদ্ধ থাকার কেরা।
বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত শিল্পী। ফিল্মের পপুলার ধুন বাজাব না। কমার্শিয়াল ফিলমে্ সুর দেব না। আরে ভাই বাজার। বাজার ছ
াড়া কিছু হয় না কি! বাজার আছে বলে তুমি আছ। বাজার না থাকলে তুমি নেই। ইমপ্রেসারিওরা তোমায় একবার মুখ
তুলেও দেখবে না। হ্যাঁ, আমি বাজাই। পারফরম করতে বসে পপুলার ধুন বাজাই। সেই নিয়ে আমাকেও কম বলে নি
অপূর্ব। আর বেশ কটু ভাষায়। ওর ধারণা আমিই নাকি পারতাম ঠিকঠাক বাজাতে পারলে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের ম
ান-মর্যাদা বজায় রাখতে। তাতে কি হতো? সময় আমাকে মনে রাখত। ঘোড়ার ডিম হতো। সময় কাউকে মনে রাখে না।
সবাইকে বড় একটা ইরেজার দিয়ে মুছে দেয়। আমাকেও মনে রাখবে না সময়। অপূর্বকেও না। তাই বেঁচে থাকতে থাকতে
এ জীবনে যতটুকু নিংড়ে, শুষে নেয়া যায়। এই যে এত মানুষ আমার প্রোগাম লাইনে দাঁড়িয়ে, টাকা খরচ করে টিকিট
কিনে দেখে, এরা সবাই খুব লাইট মাইনডেড নাকি! সবাই হালকা মনের? তাই কখনও হয় ? আর হয়ই যদি বা তাহলে
কার কি এল গেল! আমি তো জাগতিক বৈভব, সুখ, সম্মান ---সবই পেলাম।
চৌকির উপর খুব পাতলা একটা তোষক পাতা। তার ওপর সাবানে কাচা রঙচঙে বেডশিট, বালিশ, মাথার বালিশ প

ায়ের নিচে দিয়েও ঘুম আসছে না অপূর্বর। মাথার বালিশ ছেড়েছি বহুদিন। ছেড়ে বেশ ভালো আছি। ছেড়েছি কাঁচা নুন, রেড মিট---না, হাই প্রেশার, স্যুগার নেই। কিন্তু ঐ প্রিকশান। প্রিভেনশান ইজ বেটার দ্যান কিওর।দিনে সাত আট ঘন্টা রেওয়াজ এখনও করি। অন্নপূর্ণা দিদি বলতেন, বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা করতে। সে আর এখনহয় না। অনাদিটা পপুলার লাইনে চলে গেল, তাই, নইলে ওর ভেতর জিনিস ছিল। আমি জানি এই সময়কার যে দুজন সরোদিয়াকে কিছুদিন অন্তত মানুষ মনে রাখবে---তারা হলো আমি আর অনাদি। আর এর মধ্যে কেউ একজন--- কর্ণ কিংবা অর্জুন যেমন, হয়ে উঠবে সেরা। পৃথিবীতে কিছুই তো চিরস্থায়ী নয়। এই তো বাবা আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব অন্নপূর্ণাদিদির বাবা, তিনি তো একশো বছরের ওপর বেঁচে ছিলেন। আলি আকবর দাদারও আশি হয়ে গেল। লম্বা আয়ু পেলে যদি সুস্থ ভাবে বাঁচা যায়, ত াহলে করে ফেলা যায় খানিকটা কাজ। অনাদি ইচ্ছে করলে পারত। কিন্তু ঐ যে তাড়াতাড়ি নাম, অর্থ হবে বলে পপুলার হওয়ার রাস্তা নিল। তা সবই হয়েছে ওর। প্রথম প্রথম খুব অভিমান হতো। রেগে গিয়ে কত ঝগড়া করেছি। রাত্তিরে উঠিয়ে ওর বাড়ি গিয়ে ভয়ঙ্কর রকম কোঁদল করেছি। যা-তা বলেছি মুখের ওপর। তখন ওর নাম হচ্ছে একটু একটু করে। ফিলমের কাজ আসছে। মাঝে বোম্বে চলে গেল। সে আজ হবে---হ্যাঁ তা হবে চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন ওর ওপর রাগ অভিমান করা যেত। তর্ক, ঝগড়াও বাদ যেত না। বেশির ভাগ সময়ই চুপ করে থাকত অনাদি। অনেক সময়ই আবছা হাসি ছড়িয়ে থাকত মুখে। একেবারেই রেগে যেত না আমার কথা শুনে। বরং বলত, যে যেমন পারে। তরপর আর একটু থেমে হয়ত আবার বলে উঠত-- সবাই তো সব কিছু পারে না।

প্রথম যেবার ইনভিটেশান পেলাম বিদেশে---মানে আমেরিকায়, ওকে জানাতেই ফোনের ওপার থেকে একটু থেমে বলল, প্রথম প্রথম আমেরিকা যাচ্ছ তো। তাই কথা। তখন ও ছিল কয়েক মাসের জন্যে ইনডিয়ায়। তারই থেকে একটুকরো সময় বাঁচিয়ে কলকাতায়, সল্টলেকে---নিজের বাড়িতে, ততদিনে ওর অনেকবার আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যাণ্ড হয়ে গেছে। ব াজানো হয়ে গেছে অ্যালবার্ট হলে। আমার তখন গুটি গুটি পায়ে প্রথম আমেরিকা যাওয়া। খানিকটা প্রচার। বিদেশি ভক্ত। ওর ঐ নতুন আমেরিকা যাচ্ছে তো শুনে বুকের ভেতর খচ করে লেগেছিল।

অ্যাজবেসটসের ছাদ থেকে নেমে আসা ফ্যান বড্ড শব্দ করে জোরে ঘোরে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎই অপূর্বর মনে হয় এই ছিটকিনি বন্ধ ঘরে যদি ফ্যানটা লাফ দিয়ে বুকের ওপর পড়ে, তাহলে তো হাড়-পাঁজরা সমস্ত গুঁড়ো। ভালো করে চিৎক ারও তো করতে পারব না। এরকম বিপন্ন নিজেকে মনে হয়েছিল সেই জাপানি নারী --- কানাকো ইয়ামাদার হাত ধরে নিউইর্য়কের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে। মনে হয়েছিল যদিও আমার হাত ছেড়ে এখনই মিশে যায় শহরের ভিড়ে। কোথায় য াব আমি। কীভাবে খুঁজে পাব সে মঙ্গোল রমণীকে। ঘুরে চলা ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আবারও অনাদির গলায় 'দু কান ক াটা' ---এই কথাটা শুনতে পেল অপূর্ব। 'খড়ির গণ্ডি'তে দেড়টা নাগাদ নিজের গাড়ি নিয়ে হইচই করে ঢুকে পড়ার পর এই দিনটি ঘরের সামনে যে বারান্দা, সেখানে প্লাস্টিকের চেয়ারে পাশাপাশি বেশ কিছুক্ষণ বসে প্রথমটায় তো কি ভাবে শু করা যায়, তাই ভাবতে ভাবতেই তো কয়েক মিনিট। তখনই কি ও বলল 'দু কান কাটা' ---এই শব্দটা, নিজের সম্বন্ধে? প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাতে ধরাতে? নাকি এমন কথা আদপেই হয়নি আজ। একি সেই হাবু লাহিড়ীর মোহনবাগানে খেলা, রান্না করা, গান গাওয়া -- সেইসব কথা এক সঙ্গে পর পর উঠে আসার মতোই কোনো অলীক বা প্রায় অলীক সংলাপ -- 'দু কান কাটা'। 'দু কান কাটা'। আদৌ কি নিজের সম্বন্ধে একথা বলেছে অনাদি? নাকি এটিও কোনো মনের ভুল, যেমন বয়েস বাড়লে হয়। সজল সিংহরায়ের তৈরি ঘরের সামনে প্লাস্টিকের চেয়ারে পাশাপাশি বসে বসে কী - ইবা কথা হলো এমন! খালি কয়েকটা সিগারেট পুড়ল অনাদির আঙুলের ফাঁকে।

।।দুই ।।

অনুষ্ঠান যেখানে হওয়ার কথা, সেই জায়গাটা বেশ পরিষ্কার করা হয়েছে ঘাস জঙ্গল কেটে। চারপাশে বন সৃজনের গাছ। সবাই সোজা ভাবে মাথা ঠেলাঠেলি করে উঠলেও সকলের মাঝখানে দিব্যি একটা গোলালো ফাঁকা জায়গা সেখানে। অ ার সেই ফাঁকা টুকুতে পরিষ্কার আকাশ।

ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে অনাদি এখনও শুয়ে নাকি? সুসীমমুকুল বলেছিল ঠিক পাঁচটাতেই আরম্ভ করবে।

বিকেলের চা খেয়েছে অনাদি?

হ্যাঁ দাদা। দিয়ে এসেছি। ঐ আপনাকে যখন দিয়ে এলাম।
তাও উঠল না। মনে মনে কথাটা বলে নিজেকে হালকা করতে চাইল অপূর্ব। তারপর সসীমমুকুলের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের শিডিউল কি সুসীম?
ঐ বাউল আছে। লোকসঙ্গীত---মানে ফোক আর কি! রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজল গীতি। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নাচ। তারপর জীবনমুখী গানের সঙ্গে নাচ।
কেউ কি গাইবেন। না কি ক্যাসেট।
না দাদা, ক্যাসেট চালিয়েই হবে।
এখানেও সেই ক্যাসেট! মনে মনে বলল অপূর্ব।
তারপর অনাদিদার বাজনা আছে। আপনার বাজনা। কবিতা আবৃত্তি রয়েছে।
আমার বাজনার কথা ছাড়ো। আগে বলো।
ম্যাজিক শো আছে দাদা।
ও বাবা, আবার ম্যাজিক শো! লোকাল জাদুকর?
হ্যাঁ লোকালই বলতে পারেন। জাদুকর বিপুল সরকার।
বাঙালি ম্যাজিশিয়ানরা বেশির ভাগই সরকার, তাই না?
তাই হবে হয়ত। বলে সুসীমমুকুল ফুরিয়ে আসা বিকেলের আলোর দিকে তাকিয়ে হাসল।
বয়েস কেমন ঐন্দ্রজালিকের?
কত বয়েস। বাইশ, চবিবশ, ছাবিবশ--বড় জোর। তারপর সামান্য দম নিয়ে বলল সুসীম--- যাবেন নাকি দাদা খড়ির পাড়ে। বিকেলের দিকে কেমন বদলে গেছে নদী, দেখতে পাবেন!
তাই! সত্যি সত্যি বদলে যায় নাকি খড়ি?
যায় তো।
তুমি লক্ষ্য করেছ?
অনেকবার করেছি দাদা। বহুবার করেছি।
কিরকম বদলে যায়?
সে আপনাকে আমি বলতে পারব না! তবে বদলে যায়। পুরোপুরি বদলে যায়।
তা কি হয় নাকি সুসীম? সকালে এক রকম নদী, বিকেলে আর এক রকরম। এও আবার হয়?
হয় হয়, অপূর্বদা। চলুন, যাই একবার খড়ির পাড়ে। বলতে বলতে নিজের গালের কালো রং করা কেয়ারি করানো দাড়িতে আঙুল ছোঁয়াল সুসীম।
এখন থাক না সুসীম। তুমি বরং অনাদিকে তোলো। ও না উঠলে তোমাদের অনুষ্ঠানেই তো শু করতে পারবে না। সমস্ত প্রোগ্রাম আটকে যাবে। আচ্ছা একটা কথা বল তো সুসীম, অনাদি কি বাজাবে আজকে?
বলেছেন তো?
কিন্তু ওর যন্ত্র কই? যন্ত্র এই কথাটা বলেই চুপ করে গেল অপূর্ব। এতটা বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।
অনাদি আস্তে আস্তে হেঁটে চলে এল অনুষ্ঠানের জায়গায়, পরনে পাটভাঙা পাজামা - পাঞ্জাবি। পাজামার ঘের তেমন বড় নয়, যেমন হয় আর কি আলিগড়ি। কিন্তু বাজাতে বসলে অনাদি অবশ্যই পা চাপা চোস্ত পরত। যেমন পরে থাকে পারফরমেনসের সময়। হাতে সোনা ঘড়িও নেই। তাহলে কি অনাদি আজ বাজাবেই না। দূরে সন্ধ্যার আকাশ একটু একটু করে সেজে উঠছে নক্ষত্র বাহারে। বেলা শেষের আলো মুছে গেল এই তো ---সামান্য কিছু আগে। পাখিদের কলকণ্ঠে এখনও ঘরে ফেরার রাগালাপ। একটু আগে মুলতানী বাজাবার সময় ছিল। ঢোড়ি ঠাটের মূলতানীতে ফুটে উঠত পড়ন্ত বিকেলের বিষন্নতা। আহা, যখন খড়ির কাছাকাছি যেতে বলছিল সুসীমমুকুল, তখনই তো ছিল মূলতানীর সময়। সুসীমমুকুলের পাতলা হয়ে আসা রঙ করানো চুলে, কলপ করা দাড়িতে তখন বিষাদাচ্ছন্ন প্রায় সূর্যাস্ত।
তার আরও একটু আগেই তো বাজানো য়েতে পারত অসাধারণ পটদীপ। ঠাট কাফি। উজ্জ্বল আলোয় মাখামাখি

বিকেলের রাগ পটদীপ। আহা, কি অসাধারণ খেয়াল আছে আবদুল করিম খাঁ সাহেবের পটদীপ রাগে। শুনলে ভেতর পর্যন্ত ঝংকৃত হয়ে ওঠে। হায় হায় হায়! কি গায়কি! কি জোয়ারি গলায়। তাঁর দুই গুণবতী কন্যা হীরাবাই বরদেকার অ ার সরস্বতী রানে। এঁরা সবাই কিরানা ঘরানার। আবার পাতিয়ালা ঘরানার ছিলেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব। ক ালে খাঁ সাহেব তাঁর কাকা। গুও বটে। গরম ঘি খেয়ে গলা পরিষ্কার করতেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব।
খড়ির মুখে বিদায়ী সূর্যের যে ছায়া, আলো পড়েছিল তা ওখানে না গিয়েও খানিকটা দূরে ---কাঁটা তারের ওপারে দাঁ ড়িয়ে মাথার ওপর গোল হয়ে থাকা আকাশের দিকে তাকিয়েই টের পেয়েছিল অপূর্ব। খড়ির জল তখন সূর্যাস্তের ঘোর তেল সিদুঁরে রক্তিম। নদীর জল চলতে চলতেই যেন গেয়ে উঠছে পূর্বী।
রঞ্জায়তে ইতি রাগ---যা মনকে রঞ্জিত করে তাই রাগ। ভাবতে ভাবতে একটু দূরে বসা অনাদির দিকে তাকাল অপূর্ব। প াশে একটা চেয়ার ফাঁকা আছে। সেখানে গিয়ে অপূর্বকে বসার জন্য এখনই হয়ত বলবে সুসীমমুকুল, কিংবা 'আলো হ াওয়া'র কেউ। আমি কিন্তু কিছুতেই বসব না চেয়ারে মনে মনে বলল অপূর্ব। এর থেকে ঘাস মাটি অনেক ভালো।
চেয়ারে বসার আগেই অনাদি বলেছে, সুসীম কিন্তু আজ রাতেই শান্তিনিকেতনে পৌঁছব। পৌঁছতেই হবে। তার গলা শুনতে পেয়েছে অপূর্ব।
থেকে গেলে হয় না দাদা। আপনাকে আলাদা ঘর দিয়ে দেব। মাথার ওপর পাখা। জেনারেটর আছে। মশারি দিয়ে দেব।
না, না----ঐ চেষ্টাটা ক'রনা সুসীম। শান্তিনিকেতনে আমায় যেতেই হবে। তাছাড়া তোমাদের বৌদি ট্রেনে পৌঁছে যাবে সন্ধের পর। ধনঞ্জয়, মোহন আমার সঙ্গে। ও--- মানে তোমাদের বৌদির আবার খুব ভূতের ভয়। ফাঁকা বাড়িতে থাকতেই পারবে না। বলেই নিজের মুখে হাসির ঝিলিক কিংবা ঢেউ যাই বলা যাক না কেন, টেনে আনলঅনাদি।
দাঁত পড়ে যাওয়ার পর একবার বলেছিল অনাদি, নেহাত ভারি মুখ বলে তাই--- জানিস তো কেউ বুঝতে পারে না। ভেতরে তো কিছু নেই। পুরোটাই ঝড়ের পর কলকাতা ময়দান বা তার আশপাশ। একের পর এক গাছ মুখ থুবড়ে পড়েছে। এই পড়ে যাওয়া দাঁত, চোখে সামান্য কম দেখা, হাঁটু কোমরের ব্যথা নিয়েও মদ খেতে ইচেছ করে। খুব মন করে প্যাকেটের পর প্যাকেটে সিগারেট ওড়াতে। মাংস --- খাসির তেলালো মাংস, যা খাওয়া একদম বারণ খেতে, বক ফুল ভ াজা, কুমড়ো ফুল ভাজা, উচেছ চচচরির বা কলমিশাক দিয়ে ভাত মেখে তাতে খানিকটা ঝাঁঝাল ঢেলে দিশি কাঁচালঙ্কা ডলে অনেকটা ভাত --যেমন আগে খেতাম। নিজের বাড়ি। তোর বাড়ি।
মাঝে মাঝে তুই, তুমি বদলাবদলি করে আজকাল বলে অনাদি---আমাকেই ও বহুজনের ভেতর তুমি বলতে অভ্যস্ত। এমনিতে ওর তুই - তোকারি খুব একটা আসে না। আসলে আমিই তো তুই বলে ডাকতে শু করেছিলাম ওকে, বলতে গেলে প্রথম থেকেই। এখন কেমন জানি না তুমি হয়ে যায় মাঝে মাঝে।
নারী সঙ্গের ইচেছ হয় না?
হয় বৈকি! হয়, খুব হয়। বলে অনাদি তার চশমার সোনালি ডাঁটিতে ডান হাতের আঙ্গুল ছোঁয়ায়।
সুসীম, যা করার তাড়াতাড়ি করবে---মঞ্চে বসে অনাদি মাইক ছাড়াই একটু যেন গুঁতে দেয় সুসীমকে।
হ্যাঁ দাদা। হাতে কর্ডলেস মাইক নিয়ে সুসীম বলে ওঠে, আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সরোদ বাদক অনাদি সান্যাল। আর আছেন অপর বিখ্যাত সরোদিয়া অপূর্ব মিত্র। আজ এঁদের দুজনকে পেয়েই 'আলো হাওয়া' অত্যন্ত গর্বিত। আশাকরি খড়ির গণ্ডীর এই অনুষ্ঠান সর্বতোভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হবে।অনুষ্ঠানে কবিরা নিজেদের লেখা কবিতা পড়বেন। অন্যের কবিতা আবৃত্তি করবেন আবৃত্তিকাররা। বাউল গান আছে। আছে লোকসঙ্গীত। সুদূর ক াটোয়া থেকে এসেছেন নিতাই খ্যাপা। তিনি বাউল ও দেহতত্ত্বের গান শোনাবেন। আছেন অন্য শিল্পীরা। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজল গীতি, অতুলপ্রসাদ আছে। রয়েছে আরো অনেক কিছু।
বনসৃজনের বেড়ে ওঠে মাথাদের ভেতর থেকে সন্ধ্যার কালচে আকাশ একটি বড় বৃত্ত হয়ে জেগে। তার গায়ে তারাদের ফুলঝুরি উৎসব। দূরে ভটর ভটর শব্দে জেগে উঠেছে জেনারেটর। তার মানে এখন পাওয়ার কাট চলছে। নজর করে অপূর্ব দেখতে পেল সবুজ সবুজ গাছপালায় ফাঁকে, পাতার আড়ালে টুনি বালবের ঝিকিমিকি। বড় টিউবি আলোর জ্যে াৎস্না মুছে যাচেছ কালচে সবুজের ভেতর।
হাতে মাইক নিয়ে এক গাদা কত কি বকে যাছে সুসীমমুকুল। সকালে স্টেশনে আমায় আনতে গেছিল গুচি কোম্পানির হ

াফ হাতা কটন শার্ট আর সুতির ফুল প্যান্ট পরে। এখন দিব্যি সাদা আলিগড়ি আর জিনসের নীল পাঞ্জাবি। হাতে কর্ডলেস মাইক।
এখনই আমাদের পত্রিকা 'আলো হাওয়া' প্রকাশিত হবে। প্রকাশ করবেন আন্তর্জতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত সরোদবাদক অনাদি সান্যাল। পত্রিকা এখনই এসে পৌঁছবে। এবার নিতাই খ্যাপার গান।
নানা রঙের ছিট কাপড়ের তৈরি আলাখাল্লা পরে গাইতে দাঁড়াল নিতাই। সেই ভাবে তো মঞ্চ কিছু হয়নি। চৌকো মতো একটা জায়গায় পেছন দিকে বাঁশ পুঁতে কাপড় লাগানো। তার গায়ের শাদা থার্মোকল কেটে কেটে 'আলোর হাওয়ার বসন্ত বন্দনা-- ১৪০৯'। প্লাস্টিকের দুটি চেয়ার পাশাপাশি রাখা সেই কাপড়ের সামনে। স্টেজ বলতে এটুকুই। আকাশে মেঘ ঘিরে আসছে। তার ফাঁক দিয়ে দিয়েই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে চাঁদের মুখ। কেমন ঘোলা ঘোলা চন্দ্রবাহার। খা নিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হবে হয়ত বা কোনো আলোর সিঁড়ি নেমে এসেছে আকাশ থেকে।
মাইকের সামনে ঘুরে ঘুরে একতারা নিয়ে গাইচে নিতাই খ্যাপা। দেহতত্ত্বের গান। আলোর নানা রকম রঙের ফোকাস এসে এসে পড়ছে তার চোখে, মুখে, আলখাল্লায়। ---ও গু গো --- গু --- কি দম নিতাইয়ের।
স্টেজে বসে চশমা সরিয়ে মাঝে মাঝেই চোখ মুছছে অনাদি। অপূর্ব দেখল মাঝে মাঝেই হাতের উল্টো পিঠে চোখের জল সামলাতে চাইছে অনাদি। এটাও ওর গত চল্লিশ বছরে একই রকম আছে। ভালো গান শুনতে শুনতেএমন কি বাজনা শুনে, নিজে বাজনা বাজাতে বাজাতেও দুচোখ দিয়ে জলের ধারা নামে অনাদির।
যে ভেতর থেকে এভাবে কাঁদতে পারে, তার অন্তর অনেক খানি ভালো আছে এখনও---এমনটা বলত ইয়ামাদা। অনা দিকে চিনত ইয়ামাদ। বহু আড্ডাও মেরেছি আমরা একসঙ্গে। ইয়ামাদ বলত, অনাদি এখনও মন খুলে কাঁদতে পারে। ওর ভেতরে কোনো গোলমাল নেই।
সত্যিই তাই কি? না হলে কানাডায় আমার স্কুল তৈরিতে খানিকটা বাগড়া তো দিয়েছিল অনাদিই। অন্তত এমনই তো শুনেছিলাম আমি। এখনও মনে পড়লে গা জ্বালা করে। ঘাসের ওপর নিজেকে খানিকটা ছড়িয়ে দিয়েসেই রূপোর থালা হয়ে জেগে থাকা আকাশের গায়ে চাঁদের মুছে যাওয়া মুখ দেখতে পেল অপূর্ব। ঘোলা ঘোলা জ্যোৎস্না লাগা মেঘ আক াশের গায়ে। বাতাসে, ফুলের হালকা গন্ধ। হয়ত গন্ধরাজ। হয়ত কামিনী। নয়ত যুঁই। ওপরথেকে টুপিয়ে নামা বৃষ্টির দু-এক ফোঁটা কপালে, হাতে। সেই স্পর্শে শিহরিত হয়ে উঠল অপূর্ব।
এর মধ্যেই খান চারেক গেয়ে ফেলল নিতাই। সুসীমমুকুল কর্ডলেস হাতে বলতে লাগল আমরা এবার আহ্বান করছি বিশিষ্ট সরোদ বাদক, অন্নপূর্ণাদেবীর শিষ্য অপূর্ব মিত্রকে। একটি চেয়ার ফাঁকা আছে। তিনি যদি দয়া করে বসেন অনাদি সান্যালের পাশে, তাহলে আমাদের খুব ভালো লাগবে।
না,র না সুসীম। চেয়ারে বসতে হবে না। এই তো বেশ ভালো আছি। ঘাসের ওপর, মাটিতে। শেষ বাক্যটি নিজের ভেতরই বলে ফেলল অপূর্ব। আর তখনই মাটির ভাঁড়ে চা নিয়ে চলে এল 'আলো হাওয়া'র স্বেচ্ছাসেবকরা।সঙ্গে বিস্কুট।
এবার নাচ হবে। গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করাবেন পাপিয়া সোম। লাউড স্পিকারে খুব জোরে 'ও ছেলেরা ও মেয়ের া' বেজে উঠল। সঙ্গে লাল, সবুজ, নীল আলো। তার সঙ্গে নাচবে এক প্রায় - কিশোরী।
নাচের পর আমাদের দেবদত্ত --- বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট লেখক দেবদত্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁর লেখা নাটকের একটি অংশ প াঠ করে শোনাবেন। নাটকের বিষয় শেষ শয্যায় মাইকেল মধূসূদন দত্ত। তিনি বিকারের ঘোরে কিচু কথা বসে যাচ্ছেন। হয়ত তা প্রলাপই। তবু বলছেন। আমি দেবদত্তকে আহ্বান করছি, তার নাটকের নির্বাচিত অংশ পাঠের জন্যে।
গৌর, গৌর---গৌরদাস ---আমার বন্ধু। হৃদয় আবার । নাহ, কিছুই হলো না এই জীবনে। দারিদ্র, দুঃসহ দারিদ্র জ্বালাই শুধু বহন করতে হলো। সে ও হয়ত আমার নিজেরই দোষে।
গৌর, বিলাভেড গৌর---দাঁড়াও পথিক বর জন্ম যদি তব এই দেশে তিষ্ঠক্ষণকাল না, কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সব। কোথ ায কোথায় আঁরিয়েতা---মিলটনই বা কোথায়? চারপাশে অজস্র পাওনাদার। ধার - দেনায় ডুবে আছে মধু কবি। বা ড়িতে খাবার নেই। মদ নেই। আঁরিয়েতার অসুখ। মধুহীন ক'রে নাগো মন কোকনদে...।
আঁরিয়েতা, আঁরিয়েতা দেখো---একদিন সত্যি সত্যি আসবে, তখন আমাদের বাড়িতে অনেক অনেক খাবার। থাকবে না পাওনাদারের তাড়া। উহ! পেটে বড় ব্যাথা। বড্ড কষ্ট। যন্ত্রণা।

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে
দিন দিন আয়ু হীন হীন বল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না একি দায়

গৌর, গৌর ---বিলাভেড ফ্রেণ্ড অফ মধু! শোনো, আমি আবার আমার লেখা মনে করতে পারছি। মনে করে বলতে পারছি। আমি আবার লিখব গৌর। আবার লিখব। মেঘনাদ বধ কাব্য, শর্মিষ্ঠা ---ওহো ---বড় যন্ত্রণা সমস্ত শরীর জুড়ে। বিশেষ করে পেটে। ভেতরটা যেন কে বড় বড় নখওলা দশ আঙুলে খামচে ধরছে। আমি পারছি না গৌর।

দেবদত্ত পড়ে খুব সুন্দর। এই নাটক পাঠ শুনতে শুনতে গলার ভেতর ব্লটিং পেপার ঠুসে দিচ্ছে কে যেন---অনেক, অনেক গুলো এক সঙ্গে, এমন মনে হতে থাকল অপূর্বর। চেয়ারে বসে ঘন ঘন চোখ মুছছে অনাদি। আর তখনই যেন হাওয়া সরে গিয়ে বহু বছর আগে সরস্বতী পুজোর পরের পর দিন ঠাকুর ভাসানের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল অপূর্বর। সবে লেক মার্কেটের উল্টো দিকে আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলি আকবর খাঁ সাহেব, অন্নপূর্ণাদি, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাহাদুর খাঁ সাহেব---সকলকে নিয়ে সে এক অসাধারণ গ্যালাকসি। তো সে বছর সরস্বতী পূজোর সময় শীত - বসন্তের ঘোরে সেই কলেজে দাণ সরস্বতী পুজো। ভাসানের বিকেলে আমরা সবাই---অনাদি, আমি, অন্নপূর্ণাদি, নিখিলদা, বাহাদুরদা---সবাই জড়ো হয়েছি বিসর্জন দিতে প্রতিমা নিয়ে যাব গঙ্গার ঘাটে। সব তোড়জোড়ই সারা প্রায়। সরস্বতীও উঠে পড়েছেন ট্রাকে। হঠাৎ কি যেন খেয়াল হলো আলি আকবর খাঁ সাহেবের। তিনি গাড়িতে উঠে আঙুল বুলোতে লাগলেন দেবীপ্রতিমার বীণার তারে। তারে হাত বোলাবার আগে এক আশর্চ্য হাসি দেখেছিলেন তাঁর মুখে, অপূর্বর মনে পড়ল। তার পর তারে আঙুল ছোঁয়াতেই মুখের সেই ভাব গেল বদলে। বিরক্তি - থমথমে মুখে বলে উঠলেন, একেবারে বেসুরো হয়ে আছে। বলেই প্রতিমার হাত থেকে বীণা তুলে নিয়ে বসে গেলেন বাঁধতে।

আধ হাতের একটা বাঁশ স করে কেটে কোনো রকমে সেতার বা বীণার মতো খানিকটা করে নিয়ে, তারর ওপর রাংতা জড়াবার পর, একটা হালকা কান বসিয়ে দেয়া হয়েছে সরস্বতীর হাতে বীণার আদল আনার জন্যে। তাতে লাগানো হয়েয়ে ছেঁড়া তার। আলি আকবর খাঁ সাহেব যত বার বাধঁতে চান, সুর নেমে যায়। সেই সেব দেখে অন্নপূর্ণাদি তো হেসে অস্থির। চাপা গলায় একবার বলেই তো ফেললেন---দাদার কাণ্ড দেখেছ! এই যে খেলনা বীণাতাতেও উনি সুর বাঁধবেন।

দেখতে দেখতে কাটল দশ মিনিট। সরোদিয়া অপূর্ব মিত্র দেখতে পাচ্ছে অন্নপূর্ণাদি বলছেন আলি আকবরখাঁ সাহেবকে---ও দাদা হলো! সবাই যে ঠাকুর নিয়ে বেরবে বলে অপেক্ষা করছে।

এই হয়ে গেছে। বেশি নয়, আর মোটে দু মিনিট বলে খাঁ সাহেব যতবার মোচড়া দেন বীণার কানে, ততবার উল্টো দিকে ঘুরে যায় বীণার কান।

এবার অন্নপূর্ণাদি একটু যেন বিরক্তই। তাঁর মুখের সেই ভাবটাও যেন চোখের সামনে ভেসে এল অপূর্বর। দাদা, এতক্ষণ হাসছিলাম। এবার কিন্তু রাগ হবে। কিন্তু এসব কথা আলি আকবর খাঁ সাহেবের কানে ঢুকলে তবে না। দু মিনিট তো কোন ছার! বোধহয় হয়ে গেল দশ মিনিটও। শেষ অব্ধি আলি আকবরদার ওস্তাদি হাতের ম্যাজিকেঐ রাংতা মোড়া বাঁশের বীণাতেই বাঁধা পড়ল সুর। সব কটি তারে আঙুল বোলাতেই কি এক আশর্চ্য সুরধবনি ভরিয়ে তুলল বাতাস। উনি বীণাটি নিয়ে মুর্তির হাতে দিলেন। তারপর এক মুখ হাসি উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন,কি একটা বেসুরো যন্ত্র ঠাকুরের হাতে দিয়ে তে আমরা তাকে ভাসানে নিয়ে যাচ্ছ।

দেবীর হাতে খাঁ সাহেবের বাঁধা বীণা। প্রতিমার মুখে অলৌকিক হাসি। খাঁ সাহেব সেদিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে উঠলেন, সঙ্গীতের ধবনিতে মনকে নিবিষ্ট রাখলে নিজে যেমন শান্তি পাওয়া যায়, দেয়া যায় অপরকেও।

সেই ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় অনাদি চোখের জল মুছতে মুছতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। আর আজও এই মঞ্চে শ্রীমধুসুদনকে নিয়ে লেখা নাটকে দেবদত্তর গলায়--- রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি।

জাগিবিরে রে কবে জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি

কতদিন রবে নীর বিন্দু দূর্বাদলে
নিত্য কি রে ঝলমলে কে না জানে
অম্বু বিম্বু অম্বু মুখে সদ্যপাতি
গৌর বিলাভেড গৌর---আমার গৌর---তুমি শুনতে পাচ্ছ। শুনতে পাচ্ছ
জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে নাহি, মা, ডরি শমনে
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃতহ্রদে
সেই ধন্য নরকূলে
লোকে যারে নাহি ভুলে,
আর কি গেরদাস, ডিয়ার গৌরদাস, রাজনারায়ণ সন্তান মধুসূদনের জীবনদীপ তো নিভে এল। কি ভ্যাপসা গরম লাগছে এখন! কোথায় ফ্রান্সের স্যেন নদী আর কোথায়ই বা আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়। উত্তর পাড়ার যত্ন করে ডেকে নিয়ে গেছিলেন বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। তিনি উত্তরপাড়ার জমিদার। গৌর, আমার প্রিয় গৌরদাস---এঁদের সকলের প্রতি আমার ঋণের শেষ নেই।
ফুটি যেন স্মৃতি জলে,
মানসে মা যথা ফলে
মাইকেলকে নিয়ে লেখা শুনতে শুনতে বারে বারে চোখ মুছছে অনাদি। দেবদত্ত পড়ছেও অসাধারণ। সমস্তপরিবেশটা কেমন যেন থমথমে হয়ে আছে। আকাশ থেকে তখনই দু-এক ফোঁটা নেমে এল মাটিতে। সুসীমমুকুল হাত মাইক নিয়ে বলে উঠল দেবদত্ত চমৎকার পড়ছেন। কিন্তু আমাদের অন্য অনুষ্ঠানও আছে। এখন রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনাবেন পারমিতা। পারমিত া বকসি।
স্টেজে চেয়ারে বসে বেশ গদগদ মুখে মাঝে মাঝেই অটোগ্রাফ দিচ্ছে অনাদি। অতক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকলে পা ফুলবে। দুপুরেই ভাত খেতে বসে বলছিল অনাদি, টোম্যাটো, ডিম, খাসির মাংস বারণ। কিন্তু আমি ওসব শুনি না। বাড়ি থাকলে বৌ ঝামেলা করে। বাইরে থাকলে পায় কে? তখন ব্যথা বাড়ে। এই যে এখানে ডালখাচ্ছি। ও ভাই আর একটু ড াল দাও তো।
পারমিতা মেয়েটি ভালোই গাইছে। গলায় মেলোডি আছে। মেলোডি, প্যাথস যার গলায় যত প্রোপরশানেটলি থাকে, সে তত সাকসেসফুল। যেমন মহম্মদ রফি যেমন মান্না দে। গীতা দত্তর গলাতেও মেলোডি প্যাথস খুব ব্যালেনস করে রাখা ছিল। তার সঙ্গে ছিল চাপা সেকস।
কিন্তু অনাদি কি করবে! শুধুই বসে থাকবে স্টেজে? অটোগ্রাফ দেবে? যন্ত্র যখন আনে নি, তখন বাজাবে না---এটা তো নিশ্চিত। ঠিক তখনই স্টেজ-এ চেয়ারে বসা অনাদির কেমন যেন একটু ঢুলুনি মতো এসে গেল। কাঁহাতক আর বসে থাকা য ায়। পরশু --- দোলের সন্ধ্যায় বাজাতে হবে শান্তিনিকেতনে। টিকিট বিক্রি করে তিন ঘন্টার ধ্রুপদী সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। সব টিকিট শেষ। মোবাইলে আজই ধরেছিল ওরা আমায়। তখন আমি রাস্তায়---শক্তিগড়ের ক াছে। মোবাইলের ওপর থেকে শোনা যাচ্ছিল অণের গলা।
দাদা---
বলো।
সব ঠিক আছে?
হ্যাঁ।
আজ রাতেই আসছেন শান্তিনিকেতনে?
সে রকমই তো কথা আছে ভাই।

একটা অনুরোধ আছে দাদা। করব!
বলো।
না মানে, একটু হেজিটেট করছি আর কি---
আরে বলেই ফেল না কি বলবে।
দাদা, বলেছিলাম কি, খড়ির গণ্ডীর ঐ অনুষ্ঠানে আপনি যদি না বাজান। মানে এত দিন বাদে তো বাজাবেনই---আমরা বলেছি, বিদেশ থেকে ফেরার পর এই প্রথম স্টেজে পারফরম করছেন। বুঝতেই তো পারছেন। স্পনসাররাও আছে, অনেকগুলো টাকা ওদের। এটা আমাদের রিকোয়েস্ট।
বেশ তো রে বাবা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাজাব না। কথা দিলাম তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।
তা হলে ছাড়ি দাদা!
ঠিক আছে।
আজ সন্ধেবেলা দেখা হচ্ছে---
সন্ধে নয় ভাই। রাত হয়ে যাবে। ঠিক আছে। বলেই মোবাইল কেটে দিল অনাদি। আর চেয়ারে বসে এই হালকা ঢুল ঢুলুনির ভেতর কেন জানি না ভেসে এল শান্তিনিকেতনের অণের কণ্ঠ।
সুসীমমুকুলের হাত মাইক ততক্ষণে বলে উঠছে---পারমিতা অসাধারণ গাইল। তাকে আমাদের ধন্যবাদ। এবার অনাদিদ াকে আমরা কিছু বলার জন্যে অনুরোধ করব। তারপর উনি গান গাইবেন।
গান গাইবে অনাদি, শুনেই মেদাঁড়া কেমন টান টান হয়ে উঠল অপূর্বর। সেই গান কি? ---পান দিলম্ বিড়ি দিলম্ দিয়শলাই কই...নাকি---
দু হাঁটুতে হাতের ভরা দিয়ে উঠে দাঁড়াল অনাদি। তারপর বলল, এমন চমৎকার পরিবেশে এসে খুব ভালো লাগছে। ধন্যবাদ সুসীমমুকুল আর তার বন্ধুদের। ধন্যবাদ আলো হাওয়াকে। গাছেরা কখনও খারাপ গান, ভুল সুর মেনে নেয় না। এই জায়গায় লতাপাতা ঘেরার মধ্যে বসে নানা ধৰনের গান শুনতে শুনতে লক্ষ্য করলাম গাছেরাও চুপ করে মন দিয়ে গ ান শুনছে। এটা খুব ভাল লক্ষণ। আমি বিদেশে বার বার গেছি। বহু বছর থেকেছি নানা দেশে। সেখানে গান ও সুরকে রে াগ সারাতে, গমের উৎপাদন বাড়াতে পরিকল্পনা মাফিক ব্যবহার করতে দেখেছি। ওঁরা এইসব মিউজিক থেরাপি প্রয়োগ করে নানা ধরনের সাফল্য পেয়েছেন। ওঁরা যদি পারেন, তাহলে আমরাই পারব না কেন! আমি আজ বাজাব না। পরশুই শান্তিনিকেতনে আমার একটা একক আছে। প্রায় তিন ঘন্টার প্রোগ্রাম। যাক, সেসব কথা। আমি প্রথমে একটা বাউলাঙ্গের গান শোনাব। বলেই অনাদি সান্যাল বেশ চড়ায় ধরল---
কি সাধের কথা বানাইছে কোম্পানি---
গানটা ধরে এক লাইন গেয়ে উঠেছে অনাদি বলল, এটা একটা দেহতত্বের গান। কিন্তু একটা ব্যাপক লক্ষ্য করার মতো। তা হলো ইংরেজ আমাদের দেশে আসার পর সাহেব কোম্পানি নানা ধরনের কল বা মেশিন বানাতেথাকে, সেই মেশিন দেখে আমাদের এই দেশের মানুষ - জন অসম্ভব বিস্মিত হতো। সাহেব কোম্পানির বানানো সেই সব কলের সঙ্গে নিজের শরীরটাকেও তুলনা করেছেন তখনকার বাউল গান লিখিয়েরা।
এত কথা বলার কি আছে। গায়ক এত কথা বলবে কেন! নিজের মনেই বিড়বিড় করল অপূর্ব।
কি সাধের কল বানাইছে কোম্পানি
ও কোম্পানি সাধের সাহেব কোম্পানি...
অনাদির গলা শুষে নিচ্ছে চারপাশের গাছপালা, আকাশ, জ্যোৎস্না। হাত - মাইক মাটিতে নামিয়ে সুসীমমুকুল বলে উঠল, দেখছেন দাদা, অত বড় সরোদিয়া, এতটুকু ভ্যানিটি নেই। গুণ না থাকলে কেউ অত বড় হয়। দেশ- বিদেশে তার কত ভক্ত, অত শিষ্য। এমনি এমনি হয় নাকি? দেখুন, গান তো উনি গান না, কিন্তু কেমন গাইছেন। তার ওপর ফোক কি রেওয়াজী গলা---
অনাদি কয়, আহা অনাদি খ্যাপা কয়...
গানের শেষ মাথায় পৌঁছে গিয়ে যেন আরও জোরে গলা ছাড়ে অনাদি। কোথাও এতটুকু কুঁচকে যাচ্ছে না। অসুবিধে

নেই। নিশ্চয়ই রেওয়াজ করে তৈরি হয়ে এসেছে।
আহা অনাদি কয়, অনাদি খ্যাপা কয়...
গানের শেষ লাইন এভাবেই হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে চুপ করে গেল অনাদি। তারপর একটু থেমে বলল, এবার আমি একটা টপ্পা গাইব। নিধুবাবু---মানে রামনিধি গুপ্তর লেখা এই গান কাফি রাগের ওপর। আপনাদের অনেকেরই শোনা। জানা কি, গাইব, আমি?
সবাই চিৎকার করে উঠল---হোক। হোক তাহলে---
গানটা আপনাদের খুবই চেনা। ১৯০৭ সালে লালচাঁদ বড়াল মশাই এ গান রেকর্ড করেন। তাহলে গাই আমি?
অনাদি বেশ দরজা গলায় ধরল---
অনুগত জনে কেন এত কর প্রবঞ্চনা
আমায় মারিলে মারিতে পার
রাখিতে কে করে মানা---
চারপাশে ছায়াচ্ছন্ন সবুজ সবুজ অন্ধকার। গাছ পালারা ডালপাতা সমেত সবাই যেন এগিয়ে এসেছে আরও কাছাকাছি। তাদের এই গলাগালি দাঁড়ানোর ফাঁকে গোল একখানি চাঁদ মাখা আকাশ। এখন আর মেঘ নেই সেখানে। অদ্ভুত একটা আলোর সিঁড়ি, কিংবা সিঁড়ি নয়, আসলে যেন একটা জ্যোৎস্না রঙের পরদা মেখে এসেছে আকাশ থেকে, আর সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হতে পারে মাথার ওপর যেন কোনো ভিনগ্রহের মহাকাশ যান স্থির হয়ে ভেসে। সেই স্পেসশিস থেকে গড়িয়ে নামা আলোয় চারপাশ--- গাছপালা মানুষ সবই অপার্থিব। সেই রহস্যময় গোল জায়গাটি থেকে বুঝি বা ভেসে আসছে মহাকাশের গন্ধ। মহাশূণ্যের রহস্যমেখলা
গান থেমে গেল অনাদির। শেষ করে ফেলেছে নিধুবাবুর টপ্পা।
ও সুসীম, ধনঞ্জয় আর মোহনদের বলো---এবার আমি ফিরব। বলেই নিচে থেকে উঠে চেয়ারে বসে পড়ল অনাদি।
কর্ডলেস হাতে সুসীমমুকুল তখনই বলে উঠল, অনাদিদা এবার চলে যাবেন। তিনি এতক্ষণ আমাদের সঙ্গেছিলেন তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করে। অনাদি সান্যালের মতো অসম্ভব ব্যস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী যে এতটা সময় আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে গেলেন তাতেই আমরা ধন্য। আমরা আমাদের সংস্থা 'খড়ির গণ্ডী' ও 'আলো - হাওয়া' পত্রিকার তরফ থেকে তাঁকে কিছু স্মারক উপহার তুলে দেব। টেরাকোটার এই স্মারক তৈরি করছেন আমাদেরই সংগঠনের বন্ধু - শিল্পী অচিন সোম। আমি অচিন বাবুকে অনুরোধ করছি 'আলো - হাওয়া' আর 'খড়ির গণ্ডী'র পক্ষ থেকে অআপনি টেরাকোটার স্মারক অনাদিবাবুর হাতে তুলে দিন।
সসীমমুকুলের কথা শুনে অচিন এগিয়ে এল। বছর চবিবশ-পঁচিশের একটি ছেলে। গালে দাড়ি আছে। পাতলা পাতলা চেহারা। টেরাকোটার ফলক হাতে নিয়ে অনাদি সান্যাল সামনে অন্ধকারের দিকে তাকাল। আর তখনই অন্ধকার চিরে ঝলসে উঠল ক্যামেরার ফ্ল্যাশ!
আবার বলে উঠল সুসীমমুকুলের হাতের কর্ডলেস। অনাদিদাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অচিনকে। এবার আলো হাওয়া পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান। পত্রিকাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করবেন অনাদি সান্যাল।
এসব শুনতে শুনতে কেন জানি না বড় বড় হাই উঠছে অপূর্বর। দুচোখ একবারে টেনে ধরছে ভেতর দিকে। একবার তার মনে হলো সবই যখন অনাদিকে দিয়ে করানো, তখন আমাকে আর এখানে ডাকা কেন? রাত প্রায় আটটা বাজে, এখনও বর্ধমানে পৌঁছে গেলে আরামসে ট্রেন পাওয়া যাবে। তারপর অবশ্য তিন ঘন্টা, হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গিয়ে সেখান থেকে ট্যাক্সি।
অচিনের তৈরি আরও একটি স্মারক---মানে টেরাকোটা ফলক এবার আমরা তুলে দেব অপূর্ব মিত্রর হাতে। তাঁর হাতে ফলক তুলে দেবেন অনাদি সান্যাল। আমি অপূর্ব মিত্রকে অনুরোধ করছি, তিনি যদি দয়া করে একটু এগিয়ে আসেন। সুসীমমুকুল বলে উঠল কর্ডলেস মাইকে। ধীরে পায়ে খানিকটা যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামনে এগিয়ে গেল অপূর্ব। অনেকগুলো ক্যামেরার আলো জ্বলে উঠল একসঙ্গে। তার পাশাপাশি অচিন সোমও এসে দাঁড়িয়েছে। সুসীমমুকুল হাতে ধরা কর্ডলেসে বার বার বলে যাচ্ছে স্বনামধন্য শিল্পী অপূর্ব মিত্রর হাতে টেরাকোটার স্মারক তুলে দিচ্ছেন আন্তর্জাতিক খ্য

াতি সম্পন্ন সরোদ বাজিয়ে অনাদি সান্যাল। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন টেরাকোটা ফলক নির্মাতা অচিন সোম। আপনারা সবাই হাততালি দিয়ে ওঁদের সবাইকে অভিনন্দিত কন। জোরে, জোরে তালি দিন। জোরে ভাই আরও একটু জোরে।
অন্ধকারে যেন চল্লিশ পঞ্চাশটা পায়রা উড়ে গেল এক সঙ্গে। টেরাকোটা ফলক অপূর্বর হাতে দিয়ে অনাদি বলল, তোর ব াজনা শোনার জন্যে থাকতে পারলাম না। ভেরি স্যরি। আজ রাতেই শান্তিনিকেতনে পৌঁছতে হবে। পরে কথা হবে। ফোন করিস। কেমন!
উত্তরে কোনো কথাই বলা হলো না অপূর্বর। সুসীমুকুলের হাতে স্মারকটি দিয়ে পায়ে পায়ে আলোর থেকে সরে অন্ধকারে আসতে আসতে তার আবারও হাই উঠল। সুসীমমুকুল কানে কানে বলল, বোতল খোলা হচ্ছে। এখনই বসবেন নাকি অপূর্বদা?
অপূর্ব কোনো উত্তর না দিয়ে ফিকে করে হাসল শুধু।
এরপর ম্যাজিক আছে। সুসীমমুকুলের গলা অন্ধকারে ফুটে উঠল। জাদুকর বিপুল সরকার এখন আপনাদের খেলা দেখ াবেন। সুসীম একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জাদুকর বিপুল সরকারের অ্যাসিস্ট্যান্ট চৌকো একটা টেবিল এনে রাখল মাইকের কাছাকাছি। আর তখনই ক্ষণ-বিদ্যুতের রেখায় আকাশ দো-ফাঁক হয়ে গেলে শীর্ণ নদীর তীরে এক ভাঙা মন্দির দেখতে পেল অপূর্ব। আবছা মতো সেই দেউল শীর্ষের আমলক খানি ভাঙা। আর দেবস্থান থেকে চার হাতের যে মুর্তি নদীর ধারে প্রকট হলেন, তাঁর চার হাত কখনও আট হাত হয়ে যায়। কখনও ষোল। কালো কষ্টি পাথরের প্রতিমার স্তনভার, গু নিতম্ব চোখে পড়ে। বুকের মাঝে স্তন - সন্ধিতে জেগে থাকে কোনো ঝকঝকে মণিখণ্ড। সোনার সুতোর দোলা সেই মানিকে বজ্রপ াতের আলো আটকে গিয়েও ফিরে আসতে চায়। চার, নাকি আট অথবা ষোল---এমন হাতের দেবী প্রতিমার দিকে তা কিয়ে থাকতে থাকতে অপূর্ব মনে মনে বলে ওঠে---
জয় জয় দেবী
চরাচর সারে
কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে
বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে
আর এই কুচযুগের বর্ণনা করে---কোন পুর্বজন্মের আড়ালে উজ্জয়িনীবাসী কবি হিসাবে তিনি অভিশাপ অর্জন করেছিলেন দেবীর কাছ থেকে। কারণ মায়ের বক্ষ সৌন্দর্য নয়, চরণ বন্দনা করাই নাকি উচিত ছিল কবির। মেঘদূত, কুম ারসম্ভব -এর কবি তা করেননি। তাঁর এই বর্ণনায় বিদ্যাদায়িনী বাগদেবী ষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন।
অন্ধকারে বিদ্যুৎ আবারও ঝলসে উঠলে সেই রোগা নদী, জীর্ণ মন্দির চোখে ভাসে অপূর্বর। দেবী সরস্বতীর মুখে কি এক বিষাদের আলো - ছায়া। তার ডান দিকের হাতের কয়েকটি আঙুল খসে গেছে হয়ত কালের নিয়মে। সেই আঙুল ভাঙা মুদ্রাতেই দেবী যেন কত কি বলতে থাকেন। অনাদির বলা 'দু কান কাটা' ---এই শব্দটিও যেন বা নতুন করেই শুনতে পায় অপূর্ব।
গাছেদের মাথার ফাঁকে গোল হয়ে জেগে থাকা আকাশের গা থেকে জ্যোৎস্না লাগা সাদাটে টুকরো কখন যেন আলগা হয়ে খসে পড়ে নেমে আসে মাটিতে। গাছেদের মাথায় এখন শুধুই অন্ধকারের বৃত্ত।
সেই আলোর টুকরো মাটিতে নেমে এলে তার একপাশে চাঁদ যেন তবলায় চামড়ার ছইয়ের গায়ে কালো গোল দাগটি যেমন থাকে, সেরকমই প্রায়, শুধু তার রঙটি শাদা---এভাবে জেগে থাকে। আকাশ থেকে উড়ে আসা আলোর চাকতির ওপর সেই হাতের আঙুল খসে যাওয়া সরস্বতী কখন যেন উঠে পড়ে। তারপর ধীরে নিজেকে ছড়িয়ে দেয় নাচের মূদ্রায়।
গেলাস খালি হয়ে গেছে অপূর্বদা। আর একটু নিন।
কোটা কমপ্লিট হয়ে গেছে ভাই। এরপর আমাকে বাজাতে বসতে হবে।
কি বাজাবেন? দরবারি কানাডা, না জয়-জয়ন্তী ---বলতে গিয়ে সুসীমমুকুলের গলা কেমন জড়িয়ে গেল।
যে বাজনা মানাবে নাচের সঙ্গে। সেটাই বাজাব।
মানে? ঠিক বুঝলাম না। কথাটা বলেই ভাবল সুসুমমুকুল। এর মধ্যেই কি নেশা হয়ে গেল অপূর্ব মিত্রর? ঠিক শুনলাম তে া অপূর্বদার কথা। বাজাবেন বলছেন নাচের সঙ্গে। কি নাচ, কেন নাচ? কার নাচ?

মেঘ জমে জমে থম থম করছে আকাশের মুখ। দূরে দূরে অন্ধকারে জোনাকির টিপটিপ আলো বাহার। আঁধারে সেই অ
ালোর নাচ স্পষ্ট ঠাওর হলেও একটু এদিক ওদিক কারা ড্রিংকস নিয়ে বসেছে, তা চট করে বোঝা যায় না। জোনাকি অ
ালোর পাশাপাশি সিগারেটের আগুন। চাপা গলায় কিছু কিছু কথাবার্তা। সব কথা পরিস্কার বোঝাও যাচ্ছে না। এই সব
কিছু একসঙ্গে দেখে শুনে সুসীমমুকুল বলে উঠল, অপূর্বদা, আর সিতে জল মিশিয়ে আস্তে আস্তে সিপ কন। ভালো ল
াগবে।
আরে ভাই, বসতেই দিচ্ছে না। কি অসম্ভব মশা। ঝাঁক বেঁধে উঠে এসে বসছে সারা গায়ে। কামড়ে কামড়ে একেবারে শেষ
করে দিল।
ম্যাট জ্বালিয়ে দিয়েছি, তাতেও তো কিছু হচ্ছে না।
দূর ম্যাট। রক্ত খেয়ে একেবারে শেষ করে দিল।
দেখলেন, অনাদিদা কিছুতেই বাজাল না। নিন, আর একটু আর সি নিন। বলে অনাদির গ্লাসে ঢেলে দিল সুসীম।
সুসীমমুকুলের এই কথা শুনে চুপ করে রইল অপূর্ব।
পয়সা, পয়সা---পয়সাই চেনে শুধু লোকটা। আর পাবসিলিটি। শুধু ধান্দা গ্লামার কীভাবে বাড়ানো যায়। কেমন করে অ
ারও বেশি নাম কাটে! সেই চেষ্টা খালি। আর কি হবে বাবা! যা হওয়ার তো হয়ে গেছে। এখানে তোটিভি চ্যানেল নেই,
খবরের কাগজ নেই। যদিও অনুষ্ঠানের সবটাই আমরা ভি ডি ও করে রাখছি।
তবে যে দেখলাম কি একটা ক্যামেরা ওর মুখের সামনে ধরা ছিল যখন মাইকেলকে নিয়ে নাটক পড়া হচ্ছে।
ও তো লোকাল কেবল দাদা। আর হ্যাঁ, আর একটা চ্যানেল এসেছিল। তারাও তুলেছে।
কই দেখলাম না তো।
এদিকে আসে নি। উনি বিকেলে ঘুম দিয়ে ওঠার পর ওনাকে খড়ি নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে - গুছিয়ে বেশ
কয়েকঘন্টা শট।
ও তা ভালো। বলেই বড় করে একটাশ্বাস চাপল অপূর্ব। তার মনে পড়ল খবরের কাগজে বা রেডিওতেপ্রথম ইনটারভিউ
দেবার সময় তাদের পাশাপাশি বসে কথা বলার স্মৃতি। সময় কেমন সব বদলে দেয়। ঠিক তখনইএকটা জোনাকি তার
শরীরের আলোটুকু সম্বল করে ঝাঁপ দিল অপূর্বর জল মেশানো হুইস্কির গ্লাসে। টলটলে মদভর্তিগ্লাসে শুধুই অন্ধকার। জে
ানাকি হাঁপাতে হাঁপাতে ভাবল মৃত্যু কি এমনই ভয়াবহ। নির্জন। একা। প্রাণপণে সাঁতারে গ্লাসের গা বেয়ে উঠতে গিয়ে ব
ার বার পিছলে পড়তে লাগল জোনাকি। তার ভেতর একটা ভয় খুব ধীরে ধীরে চেপে বসতে লাগল।
আপনার ড্রিংকসে পোকা পড়েছে। দেখি দেখি--- ফেলুন, তাড়াতাড়ি ফেলুন। আমি আবার নতুন ড্রিংকস দিচ্ছি।
অন্ধকারে কী করে টের পেলে পোকা? জানতে চাইল অপূর্ব।
ওতো জোনাকি। ল্যাজের আলো দেখে বুঝতে পারলাম। ফেলে দিন। ফেলে দিন।
ও অ্যালকোহলে কেটে যায় সব বিষ। কিছু হবে না।
বলছেন কি! ছাড়ুন, ছাড়ুন। দিন আমায়। আমি ফেলে দিচ্ছি।
অন্ধকারে মদমাখা একটা পোকা হাঁসফাঁস করছে গ্লাসের ভেতর। সেদিকে তাকিয়ে কত কি মনে হতে লাগল অপূর্বর। এই
তো আমাদের আয়ু। বেঁচে থাকা।
যাই বলুন, বড্ড অহংকার। গান গেয়ে ম্যানেজ করল বটে। কিন্তু আমরা কি ওঁর গান শুনতে এখানে ডেকেছিলাম। গাড়ির
তেল খরচ নিয়েছেন। আলাদা ক্যাশও---
'ক্যাশ' ---শব্দটা বলেই সুসীমমুকুল একুট যেন থমথম খেয়ে গেল নিজেরই কথায়।
'ক্যাশ' শব্দটা কানে খট করে লাগল অপূর্বর।
ফেলে দিন, ফেলে দিন ড্রিংকস। বিষ থাকে জোনাকিতে।
তাই কি! আলোর পোকা জোনাকিতে বিষ হবে কেন? আর তুমি কবে থেকে এত পয়জন একস্পার্ট হয়ে উঠলে সুমীম?
আমি জানি দাদা। ফেলে দিন। গেলাস বদলে নতুন ড্রিংকস দিয়ে যাবে আবার। বলে দিচ্ছি।
তখনই আকাশ থেকে খুলে আসা সেই গোল চাকতির ওপর বীণা হাতে সেই নারী ধীরে নেচে উঠল। অপূর্ব দেখতে পেল

তার কষ্টিপাথরের কালো শরীর ঘিরে এক অলৌকিক আলো। ভারি স্তনসন্ধিতে ঝকঝকে করে উঠছে মণি - বাহার। সেই আলোয় বেশিক্ষণ চোখ রাখা যায় না। পাথরের কালো পায়ে সোনার নুপুর নিজের মতই চকচক করছে। চার থেকে আট, আট থেকে ষোল--হাত বদলে যাচ্ছে দেবীর। তার সেই ক্ষয়ে যাওয়া আঙ্গুল --তাও খানিকটা খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে অপূর্বর সামনে।

সেই গোল আলোর থালার ওপর একা সরস্বতী নয়। তাকে ঘিরে একই রকম আরও পাঁচ জন সরস্বতী--তাদের রূপ বর্ণনা প্রায় একই রকম হতে পারে, নেচে যাচ্ছে ধীর লয়ে। একটু দূরে ডানা ঝাপটাচ্ছে শাদা শাদা হাঁস আর নীল নীল ময়ুরেরা।

মাথার ওপর আকাশ তেমনই কয়লা - কালো। সেখানে কোনো আলোর লেশমাত্র নেই।

অপূর্ব মুগ্ধ হয়ে দেবীদের বিষাদাচ্ছন্ন মুখ, বুকের দিকে তাকিয়ে। কোথা থেকে যেন ভেসে ভেসে আসছে নবীন আম্র মুকুলের ভিজে ভিজে ঘ্রাণ।

উজ্জয়িনীর কবি অভিশাপ অর্জন করেছিলেন,

জয় জয় দেবী চরাচর সারে

কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে... এই বন্দনা উচচারণ করে। সেই অভিশাপের রেশ কি আজও রয়ে গেল! সব কেমন তাল গোল পাকিয়ে যাচ্ছে অপূর্বর মাথার ভেতর। কে যেন দু হাতে তুড়ি বাজাচ্ছে মগজের মধ্যে। চৌপাট করে দেবে সমস্ত ঘিলু। নাচতে নাচতে কখন যেন হাতে আঙুল খসে যাওয়া সরস্বতী নাচ থামালেন সেই আলোক - বৃত্তের ওপর। তাঁর সোনার নূপুর, গলায় উজ্জ্বল মণিখণ্ড এই অন্ধকারেও নিজের নিজের ভঙ্গিতে আলো দিয়ে যাচ্ছে।

মুগ্ধ চোখে সেই মণি - বাহারের দিকে তাকিয়ে আছে অপূর্ব, চারপাশের পৃথিবীতে আর কোনো শব্দ নেই। কেমন নিঝুম, নিঃস্তব্ধ হয়ে গেছে সব কিছু।

আমি তোমায় অভিশাপ দিলাম--- বলতে বলতে পাথরের সরস্বতী যেন বা দেবী মহিমায় জীবন্ত হয়ে উঠল। তার কষ্টিপাথরের ভাঙা আঙুল অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যায় না। সেই কণ আঙুলদের কথা ভাবতে ভাবতে দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল অপূর্ব। অভিশাপ! আবার অভিশাপ!

হ্যাঁ, আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি---যশহীন, অর্থহীন, খ্যাতিহীন এক সরোদিয়া হিসেবে সারা জীবন তোমায় বাজিয়ে যেতে হবে।

তখনই কোথায় যেন কোকিল ডাকল। আকাশে হাজার আলোর রোশনাই উঠল ফুটে। হংসধবনির চমৎকার ছন্দে ভরে গেল দশ দিক।

তথাস্তু। তাই হোক। জন্ম - জন্মান্তরে এমনই হোক। হ'তে থাক। আমি এই অভিশাপ মাথা। পেতে নিলাম। বলে বলতে গাঢ় অন্ধকারের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে অপূর্ব। তার মাথার ভেতর বেজে ওঠে গভীর রাতের দরবারি কানাড়া।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com